ইউনিট ৫
বাক্যতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখার মধ্যে বাক্যতত্ত্ব অন্যতম। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় বাক্যের গঠন-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়, এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্বকে আবার প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল– এ তিন পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বের আদিভূমি হিসেবে প্রাচীন গ্রিস, রোম ও ভারতবর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বে অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হত বেশি, সাংগঠনিক ব্যাকরণে সংগঠনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল বাক্যতত্ত্ব নতুন যুগের সূচনা করে।

আমেরিকার বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল বাক্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ব্যাকরণ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ নামে পরিচিত। ১৯৫৭ সালে চমস্কি *Syntactic structures* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের ধারণা দেন। এ ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়েই চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ ব্যাকরণে তিনি ভাষার মূল উপকরণ হিসেবে বাক্যকে গণ্য করেছেন। বাক্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মূল কথা হলো ব্যাকরণের নিয়ম সসীম কিন্তু বাক্য অসীম। প্রতিদিন মানুষ ভাষার যে বাক্য ব্যবহার করে তা মুখস্ত করে ব্যবহার করে না; মানুষ বাক্য সৃজন করে এবং রূপান্তর করে বাক্য ব্যবহার করে। তাঁর ব্যাকরণের কিছু অভিধা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিধাগুলো হলো– রূপান্তর, সৃষ্টিশীলতা, গভীরতল ও উপরিতল, ভাষাবোধ ও ভাষা প্রয়োগ, ভাষা সার্বজনীনতা, মৌলিক বাক্য ইত্যাদি। এসব অভিধা বিশ্লেষণ করলে চমস্কির ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাক্যের আলোচনায় তিনি মন, ভাষা, চিন্তা, মস্তিষ্ক প্রভৃতি বিষয়ের ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

পাঠ-৫.১ : বাক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাক্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন।
- একটি সার্থক বাক্যের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাক্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাক্য অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। সাধারণভাবে বলা যায়, কয়েকটি শব্দ একত্রিত হয়ে যদি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বলা হয় বাক্য। অর্থাৎ যথাযথ বিন্যস্ত অর্থবোধক পদসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বলা হয় বাক্য। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দ বা পদ মিলে সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, আর বাক্যের মূল উপাদান হলো শব্দ বা পদ। কতগুলো শব্দ বা পদ মিলে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলা যায় না। পদসমষ্টি মিলে যদি মনের ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্যের মর্যাদা দেয়া হয়। কতগুলো শব্দ মিলে বাক্য গঠিত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। বাক্যে শব্দ কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে ভাষাব্যবহারকারী তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য যত শব্দের প্রয়োজন মনে করবেন তা নিয়েই তিনি বাক্য তৈরি করবেন। তবে সব বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকতে হবে। ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ হয় না। কোনো একটি বাক্যে একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হতে পারে আবার একাধিক ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদ দৃশ্যমান হতে পারে আবার ক্রিয়াপদ বাক্যে উহ্যও থাকতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ভাষাবিশেষজ্ঞগণ নিম্নরূপে বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন–

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।'

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।'

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট যে পদগুলোর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ধারণা বা বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ পায়, সেই পদগুলোরর সমষ্টিকে বাক্য বলে।'

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে– উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন– আদিব স্কুলে যায়। এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো আদিব। আর স্কলে যায়– এটি বিধেয়।

সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য বা গুণ

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকে–

ক) আকাঙ্ক্ষা
খ) আসত্তি ও
গ) যোগ্যতা

ক. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্যপদ শোনার যে আগ্রহ জাগে, তাকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। বাক্যে গঠনে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তার সাহয্যে বক্তার ইচ্ছা পূরণ হলেই এ শর্ত মতে তা বাক্য হবে। যেমন– চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এ বাক্যে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্ত হয়েছে বলে এটি বাক্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় সূর্য পৃথিবীর চারদিকে.... তাহলে এ শব্দসমষ্টি শোনার পরে শ্রোতার মনে আরও ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে। অতএব এখানে 'ঘোরে' শব্দটি শ্রোতার শোনার যে আগ্রহ তাই হলো আকাঙ্ক্ষা।

খ. আসত্তি : বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মাঝে অর্থের সঙ্গতি বা মিল রাখার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে পদবিন্যাসকেই বলা হয় আসত্তি। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যের পদগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে অর্থ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি না করে। যেমন– কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত– লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি বাক্য হয়নি। মনোভাব প্রকাশের জন্য এ পদগুলোকে এভাবে সাজাতে হবে– কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

গ. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো অর্থগত ও ভাবগত দিক থেকে মিলে গেলে সে বাক্য যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। যেমন– বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়। পাখিরা আকাশে উড়ে। এ বাক্য দুটি যোগ্যতা সম্পন্ন বলে অর্থ প্রকাশে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ বাক্য দুটিতে ভাবগত ও অর্থগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, বর্ষার রোদ্রে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। মাছেরা আকাশে উড়ে। তাহলে বাক্য দুটি যোগ্যতা হারাবে। কারণ বাস্তবতার সঙ্গে বাক্য দুটির কোনো মিল নেই। বাক্যের অর্থ ও বাস্তবতার সাথে মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলন বন্ধন থাকতে হবে।

বাক্যের যোগ্যতা

একটি বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে তা নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

১. রীতি সিদ্ধ অর্থবাচকতা **: প্রকৃতি ও প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের** দিকে লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি+ প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	কৃতজ্ঞ বা অনুগৃহীত	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল +ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ/ যে কোন শস্যের রস

২. **দুর্বোধ্যতা :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (এখানে শব্দটি চাতুরী বা মায়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত)।

৩. **গুরুচণ্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ ঘটলে যে দোষের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় গুরুচণ্ডালী দোষ। তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনও কখনও গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– গরুর গাড়ি, শবদাহ, মড়াপোড়া প্রভৃতি হলো তৎসম শব্দ। গঠন ও অর্থের দিক থেকে এসব শব্দের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় যথাক্রমে গরুর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ; তাহলে দেশীয় শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের মিলন ঘটে এবং তাতে শব্দ গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়।

৪. **বাগধারার পরিবর্তন :** বাগধারা ভাষার সম্পদ। বিশেষ অর্থে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাগধারার গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। এ গঠনের যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন: অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) না ব্যবহার করে যদি বলা হয় বনে ক্রন্দন তবে বাগধারাটি যোগ্যতা হারাবে।

৫. **উপমার ভুল প্রয়োগ :** উপমা ভাষাবিশেষের সম্পদ। বিশেষ অর্থে প্রসঙ্গ অনুযায়ী এসব উপমা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সঠিকভাবে এসব উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল। এখানে উপমার ভুল প্রয়োগ ঘটেছে, কারণ বীজ মন্দিরে বপন করা হয় না, বপন করা হয় ক্ষেতে। বাক্যটি হবে– আমার হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

৬. **বাহুল্য দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং শব্দ তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে ফেলে। যেমন– দেশের সব শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাংলা ভাষায় একই বাক্যে দুইবার বহুবচন ব্যবহৃত হয় না। দুইবার বহুবচন বাচক চিহ্ন বা শব্দ ব্যবহার করলে শব্দ বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়। বাক্যটি হবে– দেশের সব শিক্ষক এখানে উপস্থিত হয়েছেন অথবা দেশের শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. দুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে কী বলে?

ক) শব্দ খ) বাক্য
গ) ধ্বনি ঘ) অর্থ

২. বাক্য ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব

৩. বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?

ক) আলোচনা খ) কথা
গ) কথ্য বা কথিত বিষয় ঘ) উক্তি

৪. প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহৃত করলে বাক্যে কোন দোষ ঘটে?

ক) গুরুচণ্ডালী খ) দুর্বোধ্যতা
গ) অর্থ প্রকাশে অক্ষমতা ঘ) বাহুল্যদোষ

৫. একটি বাক্যের প্রধানত অংশ থাকে কয়টি?

ক) দুটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক

পাঠ-৫.২ : বাক্যের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাংলা বাক্যের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন বাক্যের উদাহরণ দিতে পারবেন।

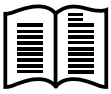

বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্যকে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে–

ক) অর্থ অনুসারে এবং
খ) গঠন অনুসারে।

ক) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **বর্ণনা বা বিবরণমূলক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্য। যেমন– পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। লোকটি প্রতিদিন পুকুরে সাতার কাটে। সে কবিতা লিখছে ইত্যাদি। এ বাক্যকে আবার অস্তিবাচক বা হ্যাঁসূচক বাক্য ও নেতিবাচক বা না-সূচক বাক্য– এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

   ক. অস্তিবাচক বাক্য : যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনায় ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় অস্তিবাচক বাক্য। যেমন– আমি প্রত্যদিন সকালে হাটি। ছাত্ররা নিয়মিত লেখাপড়া করে। ভালো লোক ভালো কাজের পরামর্শ দেন।

   খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে কোন কিছুর নেতিবাচক বর্ণনা দেয়া হয়, তাকে বলা হয় নেতিবাচক বাক্য। যেমন– সে এখন আর গান গায় না। ছেলেটির অসুখ এখনও ভালো হয়নি। তিনি এবার গ্রামে যাবেন না ইত্যাদি।

২. **প্রশ্নবোধক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রশ্নবোধক বাক্য। যেমন: তুমি কি লোকটিকে চিন? সে কি আজ বাড়ি যাবে? তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও ইত্যাদি।

৩. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। যেমন–

   আদেশ : এখান থেকে বিদায় হও।
   অনুরোধ : দয়া করে আমার কাজটি করে দাও।
   উপদেশ : অযথা সময় নষ্ট করো না।
   নিষেধ : অনুমতি ছাড়া কখনও তার ঘরে প্রবেশ করো না।
   প্রস্তাব : চল, খেলার মাঠে ফুটবল খেলি আসি।

৪. **ইচ্ছাসূচক বাক্য :** এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা– তোমার মঙ্গল হোক। পরীক্ষায় সফল হও।

৫. **বিস্ময়সূচক বাক্য :** যে বাক্যে আশ্চর্যজনক কিছু বুঝায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যথা– হুররে, আমরা জিতেছি!

খ) গঠন অনুসারে বাক্য : গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে বাক্য তিন প্রকার। যথা–

১. সরল বাক্য
২. মিশ্র বা জটিল বাক্য
৩. যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– রহিমা প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। বাক্যটিতে 'রহিমা' উদ্দেশ্য এবং 'প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়' বিধেয়।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : কোন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকতে পারে। এ অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন– যে সত্যবাদি, তাকে সবাই ভালোবাসে। বাক্যটিতে 'যে সত্যবাদি' অপ্রধান খণ্ডবাক্য আর 'তাকে সবাই ভালোবাসে' অংশটি প্রধান খণ্ড বাক্য।

খণ্ডবাক্য : একাধিক বাক্য মিলে একটি জটিল বাক্য তৈরি হলে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য যদি স্বাধীন বাক্য না হয়ে অন্য কোনো বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে খণ্ড বাক্য বলে। যেমন– যদি তুমি আস তাহলে আমি যাব। এখানে 'তুমি আস এবং আমি যাব' বাক্যাংশ দুটি খণ্ড বাক্য।

৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা তার বেশি সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, কিংবা, বরং, তথাপি ইত্যাদি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে। যেমন– দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১. কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা বাক্য বিভাজন করা হয়েছে ?
ক) একটি খ) দুটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

২. গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য কত প্রকার?
ক) দুই খ) তিন
গ) তিন ঘ) চার

৩. জ্ঞানী লোক সবার শ্রদ্ধা পান– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক) জটিল খ) সরল
গ) যৌগিক ঘ) বিশুদ্ধ

৪. তার ধন আছে, কিন্তু বিদ্যা নেই– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক) সরল খ) জটিল
গ) যৌগিক ঘ) প্রশ্নসূচক

৫. কোনটি জটিল বাক্যের উদাহরণ?
ক) আমি কাজটি করতে পারব। খ) যদি সে আসে তবে আমি যাব।
গ) মেঘ গর্জন করে এবং ময়ূর নৃত্য করে।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাক্য কাকে বলে? একটি স্বার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২. অর্থ অনুসারে বাক্যকে কয়ভাগে আলোচনা করা যায় উদাহরণসহ লিখুন।
৩. গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. খ

পাঠ-৫.৩.১ : কারক ও বিভক্তি, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বিভক্তির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভক্তির প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- পদে বিভক্তি যোগের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি বাক্যে ক্রিয়ার ভূমিকা অপরিহার্য। কেননা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য হয় না। সে হিসেবে ক্রিয়া হচ্ছে বাক্যের কেন্দ্রীয় উপাদান। এই ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই বাক্যের অন্যান্য উপাদান ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বিশেষ্য অনুযায়ী ক্রিয়াপদের ভিন্নতা ঘটে থাকে। মূলত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য বাক্যে ক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিশেষ্য পদ ব্যবহার করতে হয়। আর এসব বিশেষ্য পদের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ধারণই কারক। এছাড়া ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদের সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদে বিভক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। তাই বাংলা ব্যাকরণে কারক অংশে বিভক্তিও আলোচিত হয়ে থাকে। মূলত কারক আলাচনার মাধ্যম বাংলা বাক্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

কারকের সঙ্গে বিভক্তির সম্পর্ক রয়েছে। তাই কারকের প্রকারভেদ আলোচনার পূর্বে বিভক্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা আবশ্যক। শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েই শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তির সংজ্ঞা

যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বা চিহ্ন দ্বারা বাক্যের এক পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়, তাকে বলা বিভক্তি। শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তাকে বলা হয় বিভক্তি।

বিভক্তির প্রকারভেদ

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি দুই প্রকার–

ক) ক্রিয়া বিভক্তি এবং

খ) শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি

ক) ক্রিয়া বিভক্তি : কাল ও পুরুষ অনুসারে ধাতুর পরে যেসব চিহ্ন যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন– (কর) ছে, (ধর) ছে ইত্যাদি।

খ) শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি : নাম পদের সঙ্গে বা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যোগ করা হয় তাকে বলা হয় শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি। যেমন–

এ, য়, তে ,ক, য়ে, অ ইত্যাদি।

বাংলায় সাত রকম শব্দ বা কারক বিভক্তি ব্যবহৃত হয়– প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

বিভক্তির আকৃতিগত পার্থক্য

একবচন ও বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়–

বিভক্তির নাম	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০, অ, এ, য়, তে, এতে	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া		কে, রে দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগকে, দিগেরে, দিগের, দ্বারা, দের দ্বারা

চতুর্থী	কে, রে	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী		হইতে, থেকে, চেয়ে, দিগের, হইতে, দের, হইতে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
সপ্তমী	এ, য়, তে	দিগে, দিগেতে।

কারক ও বিভক্তি

বাংলায় কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি যুক্ত হয়, তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বাংলায় সব কারকেই সব বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে কারকের জন্য বিভক্তি নির্দিষ্ট। সংস্কৃত নিয়মে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি যোগ হয় তার তালিকা নিম্নরূপ–

কারকের নাম	বিভক্তির নাম	বিভক্তি চিহ্ন
কর্তৃকারক	প্রথমা	শূন্য
কর্মকারক	দ্বিতীয়া	কে, রে
করণ কারক	তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
সম্প্রদান কারক	চতুর্থী	কে, রে
অপাদান কারক	পঞ্চমী	হইতে, থেকে, চেয়ে
অধিকরণ কারক	সপ্তমী বিভক্তি	এ, য়ে, তে

বিভক্তি যোগের নিয়ম

বিভক্তি ব্যবহারের নিয়মগুলো নিম্নরূপ–

১. অপ্রাণি বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে রা যুক্ত হয় না; গুলো, গুলি, গুলো যুক্ত হয়। যেমন– পাথরগুলো, গরুগুলো ইত্যাদি।

২. অপ্রাণিবাচক শব্দের পরে কে, রে, বিভক্তি যুক্ত হয় না, শুন্য বিভক্তি যোগ হয়। যেমন– বই দাও।

৩. স্বরান্ত শব্দের পরে এ বিভক্তির রূপ হয়। যেমন- য় বা য়ে। এ স্থানে তে বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন– মা+ এ = মায়ে, ঘোড়া + য় = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে ইত্যাদি।

৪. অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে প্রায়ই প্রথমায় রা স্থানে এরা হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির র স্থানে এর যুক্ত হয়। যেমন- লোক + এরা = লোকেরা, বিদ্বান + এরা = বিদ্বানেরা, লোক + এর = লোকের ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. বাংলা ভাষায় বিভক্তি দুই প্রকার। যথা– শব্দ বিভক্তি এবং .....বিভক্তি।

ক) ক্রিয়া খ) পদ গ) বাক্য ঘ) বিশেষ্য

২. বাংলা ভাষায় বিভক্তি ..... ধরনের।

ক) চার খ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত

৩. কর্তৃকারকে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয়?

ক) প্রথমা খ) দ্বিতীয়া গ) তৃতীয়া ঘ) চতুর্থী

৪. অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ..... ব্যবহৃত হয় না।

ক) এরা খ) গুলো গ) গুলি ঘ) রা

৫. স্বরান্ত শব্দের পরে ..... বিভক্তির রূপ হয়।

ক) য় খ) এ গ) তে ঘ) রে

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ

পাঠ-৫.৩.২ : কারক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কারকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কারকের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কারকের ব্যবহার করতে পারবেন।

কারকের সংজ্ঞা

'কারক' শব্দটি ভাঙ্গলে পাওয়া যায় কৃ + ণক (অক), এখানে 'কৃ' ধাতুর অর্থ হলো করা এবং 'ণক' বা 'অক'-এর অর্থ হলো সম্পাদন। অতএব কারকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো– যা ক্রিয়া সম্পাদান করে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক। যেমন–

আকিব বই **পড়ে**। এ বাক্যে ক্রিয়াপদ হলো 'পড়ে'।

এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে আকিবের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আকিব একটি নামপদ।

কারকের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কারক ছয় প্রকার। যথা–

ক. কর্তৃকারক, খ. কর্মকারক, গ. করণ কারক, ঘ. সম্প্রদান কারক, ঙ, অপাদান কারক ও চ. অধিকরণ কারক।

ক) কর্তৃকারক

সংজ্ঞা : বাক্যের যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলা হয় কর্তৃকারক। যেমন–

শামীম কলেজে যাচ্ছে। এ বাক্যের কর্তা হলো বিশেষ্য পদ শামীম। অতএব শামীম হলো কর্তৃকারক।

কর্তৃকারক চার প্রকার- ১। মুখ্য কর্তা ২। প্রযোজক কর্তা ৩। প্রযোজ্য কর্তা এবং ৪। ব্যতিহার কর্তা।

১. **মুখ্য কর্তা :** যে কর্তা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন– মেয়েরা গান গাইছে। খেলোয়াড়গণ অনুশীলন করছে। এ দুই বাক্যের মুখ্য কর্তা হলো যথাক্রমে মেয়েরা এবং খেলোয়াড়গণ।

২. **প্রযোজক কর্তা :** কর্তা যখন অন্য কাউকে কাজে নিয়োজিত করে তখন তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা । যেমন– বাবা ছেলেকে পড়াচ্ছেন। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ দুই বাক্যের প্রযোজক কর্তা হলো বাবা এবং মা।

৩. **প্রযোজ্য কর্তা :** কর্তা যাকে দিয়ে কাজ সম্পাদন করে তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা। যেমন– শিক্ষক ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ দুই বাক্যের প্রযোজ্য কর্তা যথাক্রমে ছাত্রদেরকে এবং শিশুকে।

৪. **ব্যতিহার কর্তা :** কোনো বাক্যে যদি দুটি কর্তা একই জাতীয় কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে বলা হয় ব্যতিহার কর্তা। যেমন– বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায়। রাজায় রাজায় লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত। বাক্য দুটিতে ব্যতিহার কর্তা যথাক্রমে বাঘে-মহিষে এবং রাজায় রাজায়।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন–

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।

৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : **খোকন** বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **মাসুমকে** যেতে হবে।

গ) তৃতিয় বা দ্বারা বিভক্তি : **ফেরদৌসি** কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **আমার** যাওয়া হয়নি।

ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **গাঁয়ে** মানে না, আপনি মোড়ল। বাপে না জিজ্ঞাসে, **মায়ে** না সম্ভাষে। পাগলে কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়। বাঘে–**মহিষে** খানা একঘাটে খাবেন।

য়–বিভক্তি : **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে।

তে–বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কীসে?

কর্মকারক

সংজ্ঞা : কর্তা যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বল হয় কর্মকারক। যেমন–

সেলিম বই পড়ে– এ বাক্যের কর্ম হলো বই। কারণ বইকে আশ্রয় করে কর্তা এখানে কাজ সম্পাদন করেছে।

কর্ম প্রধানত দুই প্রকার– মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম।

১. **মুখ্য কর্ম :** কোনো কোনো বাক্যে দুটি কর্ম থাকে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার অপ্রাণিবাচক বা বস্তুবাচক কর্মটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম। যেমন– সুমি রিপনকে একটি কলম দিয়েছে। এ বাক্যে দুটি কর্ম রয়েছে– রিপন এবং কলম। কলম হলো বস্তুবাচক কর্ম; অতএব কলম হলো মুখ্য কর্ম।

২. **গৌণ কর্ম :** দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মকে বলা হয় গৌণ কর্ম। যেমন– জয়নাল, ফারুককে একটি বই দিয়েছিল। এ বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্ম হলো জয়নাল। অতএব ফারুক হলো গৌণ কর্ম।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : রিমা **ফুল** তুলছে।

খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : **ছেলেটিকে** বিছানায় শোয়াও।

গ) সমধাতুজ কর্ম : **খুব** এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর আপেক্ষিক কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মপদটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মপদটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন–

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা **দুগ্ধ** (বিধেয় কর্ম) বলি, **হলুদকে** (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি **হরিদ্রা** (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকের বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য অ বিভক্তি : **ডাক্তার** ডাক।

আমাকে এক খানা **বই** দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মূখ্য কর্ম)

রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, **নজরুল** পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগ)।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **তাকে** বল।

রে বিভক্তি : '**আমারে** তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা'।

গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **তোমার** দেখা পেলাম না।

ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।' (বীপ্সায়)।

করণ কারক

সংজ্ঞা : 'করণ' শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ বা উপায়কে বলা হয় করণ কারক। অন্যভাবে বলা যায়, কর্তা যে পদের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় করণ কারক। ক্রিয়াপদকে কিসের দ্বারা, কিসের সাহায্যে বা কী উপায়ে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়।

সুজলা কলম দিয়ে লেখে (উপকরণ-কলম)

জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় (উপায়-সাধনায়)

করণ কারকের বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা **ক্রিকেট** খেলছে। (অকর্মক ক্রিয়া)।

খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : **লাঙ্গল** দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

দিয়া বিভক্তি : **মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

গ) সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : **ফুলে ফুলে** ঘর ভরেছে।
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।
তে বিভক্তি : 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
তবু যেন তা **মধুতে** মাখা।' –নজরুল।
লোকটা **জাতিতে** বৈষ্ণব।
য় বিভক্তি : **চেষ্টায়** সব হয়।
এ **সুতায়** কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা : যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান বা সাহায্য করা হয়, তাকে বলা হয় সম্প্রদান কারক। দানের সঙ্গে সম্প্রদানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ কোনো কিছু দিয়ে যদি আবার ফেরত নেয়া হয় তবে তা সম্পদান কারক হয় না। যেমন- যদি বলা হয় ধোপাকে কাপড় দাও।

এটিও দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে ফেরত দেয়ার একটি শর্ত রয়েছে। অতএব এটি কর্মকারক, সম্প্রদান কারক নয়। কাজেই স্বত্ব ত্যাগ না করে কোনো কিছু না দিলে তা সম্প্রদান কারক হয় না।

কিন্তু যদি বলা হয়–

১. ভিক্ষারীকে ভিক্ষা দাও।
২. সংসারে কল্যাণ দান কর।
৩. গুরুজনে কর নতি।
৪. অন্ধজনে দেহ আলো ইত্যাদি

–বাক্যের ভিক্ষারীকে, সংসারে, গুরুজনে, অন্ধজনে ইত্যাদি হলো সম্প্রদান কারকের উদাহরণ।

অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি, বিচ্যুত, জাত, গৃহীত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয়, তাকে বলা হয় অপাদান কারক।

বাক্যের ক্রিয়াপদকে কোথা হতে, কি থেকে, কিসের থেকে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে উত্তরে যে কারক পাওয়া যায়, তা-ই হলো অপাদান কারক। উদাহরণ–

বিচ্যুত : ছাদ থেকে পানি পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় ইত্যাদি।
গৃহীত : দুধ থেকে দই হয়। বিশ্বাস থেকে বস্তু মেলে।
জাত : জমি থেকে আমরা ফসল পাই। খেজুর রসে গুড় হয়।
বিরত : পাপে বিরত হও। মিথ্যা বলা ছাড়।
দূরীভূত : দেশ থেকে পাপাচার দূর করতে হবে।
রক্ষিত : বিপদ থেকে আমায় বাঁচাও।
আরম্ভ : বুধবার থেকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলবে।
ভীত : বাঘে ভীত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়ে, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ–

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : **বোঁটা-আলগা** ফল গাছে থাকে না।
'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে **পাঠশালা পলায়ন**'
(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।
(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **বিপদে** মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

লোকমুখে শুনেছি। **তিলে** তৈলে হয়।
য় বিভক্তি : **টাকায়** টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

(ক) স্থানবাচক : তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছেন।
(খ) দুরত্ববজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে পটুয়াখালী বরিশাল একশো কিলোমিটারেরও বেশি।
(গ) নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার আধারকে বলা হয় অধিকরণ কারক। আধার বলতে ক্রিয়া নিস্পন্ন হওয়ার স্থান, কাল ও ভাবকে বোঝায়। অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে বলা হয় অধিকরণ কারক।
বাক্যের ক্রিয়াপদকে কোথায়, কখন ও কোনো বিষয় বোঝাতে অধিকরণ কারক হয়। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- আধার (স্থান) : আমরা প্রতিদিন কলেজে যাই। কাল (সময়) সকালে সূর্য উঠবে। এ দুই বাক্যের কলেজে এবং সকালে হলো অধিকরণ কারকের উদাহরণ।

অধিকরণ কারক তিন প্রকার–
ক) আধারাধিকরণ খ) কালাধিকরণ ও গ) ভাবাধিকরণ।

ক. আধারাধিকরণ কারক : যে স্থানে ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়, তাকে আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন– সাগরে পানি আছে। আপনি এ পথে যান। আধারাধিকরণ কারক আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **ঐকদেশিক :** বিরাট স্থানের যে অংশে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন– পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের যে কোনো স্থানে)। তেমনি বনে বাঘ থাকে। আকাশে চাঁদ উঠেছে।
সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ কারক হয়। যেমন– ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রার্থী,ভিক্ষা দেও তারে। রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।
২. **অভিব্যাপক :** সমগ্র স্থান বা এলাকা জুড়ে যদি ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়, তবে তাকে বলা হয় অভিব্যাপক। যেমন– পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের সমগ্র এলাকা জুড়ে)। তিলে তেল আছে (তিলের পুরো জায়গায়)।
৩. **বৈষয়িক :** কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা বোঝাতে যে কারক হয় তাকে বলা হয় বৈষয়িক আধারাধিকরণ কারক। যেমন– আজাদ ইংরেজিতে ভালো কিন্তু বাংলায় দুর্বল। আমাদের সোনার ছেলেরা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

খ. কালাধিকরণ কারক : যে অধিকরণ কারকের সাহায্যে ক্রিয়া সংঘটনের কালকে নির্দেশ করে তাকে বলা হয় কালাধিকরণ কারক। যেমন– শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়।
গ. ভাবাধিকরণ কারক : যে ক্রিয়া দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাকে বলা হয় ভাবাধিকরণ কারক। যেমন– কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। সূর্যোদয়ে চারদিক আলোকিত হয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

(ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি **বরিশাল** যাবো। বাবা **বাড়ি** নেই।
(খ) তৃতীয়া বিভক্তি : **খিলিপান** (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে।
(গ) পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
(ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি: এ **বাড়িতে** কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের **মধ্যে** কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

সম্বধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে যে নাম পদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ বলে। যেমন– আসিয়ার ভাই বাড়ি যাবে। এখানে 'আসিয়ার' সঙ্গে 'ভাই'–এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।
জ্ঞাতব্য: ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা: আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।
(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার> কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–
আজি + কার= আজিকার > আজকের (কাগজ)। পুর্বে + কার= পূর্বেকার (ঘটনা)
কালি + কার= কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।
কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর= কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন–

(ক) অধিকরণ সম্বন্ধ : **রাজার** রাজ্য, **প্রজার** জমি।
(খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ : **গাছের** ফল, **পুকুরের** মাছ।
(গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ : **অগ্নির** উত্তাপ, **রোগের** কষ্ট।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ : **রূপার** থালা, **সোনার** বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ : **ধনের** অহংকার, **রূপের** দেমাগ।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : **রোজার** ছুটি, **শরতের** আকাশ।
(জ) ক্রম সম্বন্ধ : **পাঁচের** পৃষ্ঠা, **সাতের** ঘর।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ : **হাতির** দাঁত, **মাথার** চুত।
(ঞ) ব্যবসায় সম্বন্ধ : **পাটের** গুদাম, **আদার** ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ : **একের** তিন, **সাতের** পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ : **নজরুলের** 'অগ্নিবীণা', **মাইকেলের** 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
(ড) আধার–আধেয় : **বাটির** দুধ, **শিশির** ওষুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ : **জ্ঞানের** আলো, **দুঃখের** দহন।
(ণ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : **ননীর** পুতুল, **লোহার** শরীর।
(ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : **সুখের** দিন, **যৌবনের** চাঞ্চল্য।
(থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : **সবার** সেরা, **সবার** ছোট।
(দ) কারক সম্বন্ধ :
    (১) কর্তৃকারক : **রাজার** হুকুম।
    (২) কর্ম কারক : **প্রভুর** সেবা, **সাধুর** দর্শন।
    (৩) করণ কারক : **চোখের** দেখা , **হাতের** লাঠি।
    (৪) অপাদান কারক : **বাঘের** ভয়, **বৃষ্টির** পানি।
    (৫) অধিকরন কারক : **ক্ষেতের** ধান, **দেশের** লোক।

সম্বোধন পদ

'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন– **ওহে মাঝি**, আমাকে পার কর। **রায়হান**, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বোধন থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, অয়ি প্রভৃতি অব্যবাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সুচনা করে। যেমন– 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল ঊষা, কে তোমাকে নিরমিল?'

২. অনেক সময় সম্বোধনসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।

৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন– ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারকের উদাহরণ

কর্তৃকারক

১। **পাখি** সব করে রব	কর্তৃকারকে	শূন্য	বিভক্তি
২। **আমার দ্বারা** এ কাজ হবে না সাধন	,,	তৃতীয়া	,,
৩। **পাছে লোকে** কিছু বলে	,,	৭মী	,,
৪। **পাগলে** কিনা বলে	,,	৭মী	,,
৫। **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে	,,	৭মী	,,
৬। **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে	,,	৭মী	,,
৭। **মানুষ** ভাবে এক হয় আর এক	,,	শূন্য	,,
৮। **সবাইকে** একদিন মরতে হবে	,,	২য়া	,,

কর্মকারক

১। বাবা শিশুকে **চাঁদ** দেখাচ্ছেন	কর্মকারকে	শূন্য	বিভক্তি
২। আমি চিনি গো চিনি **তোমারে**	,,	২য়া	,,
৩। ঈদের **চাঁদ** উঠেছে	,,	শূন্য	,,
৪। কোন কাননে ফুটল **ফুল**	,,	শূন্য	
৫। **গুরুজনে** কর নতি	,,	৭মী	”
৬। বিপদে যেন করিতে পারি **জয়**	,,	শূন্য	,,
৭। **ডাক্তারকে** ডাক	,,	২য়া	”
৮। গৃহহীনে **গৃহ** দিলে আমি থাকি ঘরে	,,	শূন্য	,,

করণ কারক

১। টাকায় কিনা হয়	করণ কারকে	৭মী	বিভক্তি
২। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	,,	৭মী	,,
৩। আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি	,,	৭মী	,,
৪। আলোয় কাটিল আঁধার	,,	৭মী	,,
৫। কালির দাগ সহজে ওঠে না	,,	৬ষ্ঠী	,,
৬। ব্যবহারে বংশের পরিচয়	,,	৭মী	,,
৭। টাকায় বাঘের দুধ মেলে	,,	৭মী	,,
৮। সে পীড়ায় হয়েছে দুর্বল	,,	৭মী	,,

সম্প্রদান কারক

১। অন্ধজনে দেহ আলো	সম্প্রদান	কারকে	৭মী বিভক্তি
২। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও	,,	৪র্থী	,,
৩। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও	,,	৪র্থী	,,
৪। মৃতজনকে প্রাণ দাও	,,	৪র্থী	,,
৫। দীনে দয়া কর	,,	৭মী	,,
৬। সৎপাত্রে কন্যা দান কর	,,	৭মী	,,
৭। সর্বভূতে দান কর	,,	৭মী	,,

অপাদান কারক

১। এ বনে বাঘের ভয়	অপাদান	কারকে	৭মী বিভক্তি
২। তিথির চেয়ে বিথী বড়	,,	ষষ্ঠী	,,
৩। পরাজয়ে ডরে না বীর	,,	৭মী	,,
৪। তিলে তৈল হয়	,,	৭মী	,,
৫। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়	,,	৫মী	,,
৬। বিপদে মোর রক্ষা কর	,,	৭মী	,,
৭। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু	,,	৭মী	,,
৮। ছাদ থেকে পানি পড়ে	,,	৫মী	,,

অধিকরণ কারক

১। তিলে তৈল আছে	অধিকরণ	কারকে	৭মী বিভক্তি
২। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল	,,	৭মী	,,
৩। শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে	,,	শূন্য	,,
৪। পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির	,,	৭মী	,,
৫। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি	,,	শূন্য	,,
৬। বন্যেরা বনে সুন্দর	,,	৭মী	,,
৭। ছাদে পানি আছে	,,	৭মী	,,
৮। কপালের লিখন যায় না খণ্ডন	,,	ষষ্ঠী	,,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১. কারক শব্দের অর্থ কী?

ক) যা ক্রিয়া সম্পাদন করে
খ) যা থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি হয়
গ) যা উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয়
ঘ) যার কোনো ব্যয় নেই

২. বাংলা ব্যাকরণে কারক কয় প্রকার?

ক) চার
খ) পাঁচ
গ) ছয়
ঘ) সাত

৩. অধিকরণ কারক কয় প্রকার?

ক) তিন
খ) চার
গ) পাঁচ
ঘ) ছয়

৪. যে কর্তা নিজেই কাজ সম্পাদন করে, তাকে কী কর্তা বলা হয়?

ক) মুখ্য　　খ) গৌণ

গ) প্রযোজ্য　　ঘ) প্রযোজক

৫. কোনটি করণ কারকের উদাহরণ?

ক) গাছ হতে ফল পাওয়া যায়　　খ) সে ভাত খায়

গ) পানিতে মাছ আছে।　　ঘ) গরিবকে দান কর

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কারক কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?

২. বিভিন্ন কারকের শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দিন।

৩. বিভিন্ন কারকের সপ্তমি বিভক্তির উদাহরণ দিন।

৪. সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক নয় কোনো ব্যাখ্যা করুন।

৫. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন।

ক. এ কলমে ভাল লেখা হয়।

খ. চেষ্টায় সব হয়।

গ. লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

ঘ. তোমার দেখা পেলাম না।

ঙ. ছাত্ররা ক্রিকেট খেলছে।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক　২. গ　৩. ক　৪. ক　৫. গ

পাঠ-৫.৪ : বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাচ্যের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বাংলা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে বাচ্য আলোচিত হয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে বাক্যকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করার জন্য বাচ্যের ভূমিকা অপরিসীম। এক বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে রূপান্তর করে বাক্যকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। কাজেই বাচ্য পরিবর্তন ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

সংজ্ঞা : বাচ্য শব্দের অর্থ বক্তব্য। বাক্যকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় বাচ্য। অর্থাৎ বাক্যে কথকের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে বাচ্য তিন প্রকার। যথা–

ক) কর্তৃবাচ্য
খ) কর্মবাচ্য এবং
গ) ভাববাচ্য।

ক. কর্তবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন– সেলিনা স্কুলে যাচ্ছে।

খ. কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

গ. ভাববাচ্য : যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যর্থ হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন– তোমাকে পাশ করতে হবে।

বাচ্য পরিবর্তন

বাক্যের অর্থকে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের গঠন কৌশল পরিবর্তন করে বাক্যকে এক বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম বাচ্য পরিবর্তন। বাংলা ভাষায় বাচ্য পরিবর্তন চার প্রকার-

ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন।
খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন।
গ) কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন।
ঘ) ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন।

ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম

১) কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তায় ও কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

২) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না। উদাহরণ–

কর্তৃবাচ্য	**কর্মবাচ্য**
১। বাদল বই পড়ে।	১। বাদল কর্তৃক বই পড়া হয়।
২। আমি পাখি দেখেছি।	২। আমার দ্বারা পাখি দেখা হয়েছে।

৩। বিপুল ছবি একেছে।	৩। বিপুল কর্তৃক ছবি অঙ্কিত হয়েছে।
৪। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছেন।	৪। বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত হয়েছে।
৫। পুলিশ চোর ধরেছে।	৫। পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।
৬। হযরত মুহম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।	৬। হযরত মুহম্মদ (সা.) কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।
৭। চরিত্রবানকে সবাই সম্মান করে।	৭। চরিত্রবান সবার দ্বারা সম্মানিত হয়।
৮। আমি কাজটি করব।	৮। আমাকে এ কাজটি করতে হবে।
৯। সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন।	৯। সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়।
১০। আলেকজান্ডার পারস্য জয় করেন।	১০। আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য বিজিত হয়।

খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়।
২. কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শূন্য বিভক্তি হয়। উদাহরণ–

কর্মবাচ্য	**কর্তৃবাচ্য**
১। সেলিমের কাজটি শেষ হয়নি।	১। সেলিম কাজটি শেষ করেনি।
২। তার পত্র লেখা হয়নি।	২। সে পত্র লেখেনি।
৩। খেলোয়াড় কর্তৃক বল খেলা হয়।	৩। খেলোয়াড় বল খেলে।
৪। আমা কর্তৃক ভাত খাওয়া হয়েছে।	৪। আমি ভাত খেয়েছি।
৫। শিকারী কর্তৃক বাঘ নিহত হয়েছে।	৫। শিকারী বাঘ মেরেছে।
৬। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতন স্থাপিত হয়েছে।	৬। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছেন।

গ) কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া নামপুরুষ অনুযায়ী হয়।
২. কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্তৃবাচ্য	**ভাববাচ্য**
১। শিপু সেখানে যাবে না।	১। শিপুর সেখানে যাওয়া হবে না।
২। মিতু গল্পের বই পড়ছে।	২। মিতুর গল্পের বই পড়া হয়েছে।
৩। সে এখন কাজটি করবে।	৩। তার দ্বারা এখন কাজটি করা হবে।
৪। তুমি কবে আসবে?	৪। কবে তোমার আসা হচ্ছে?
৫। তার এই মনোভাব পরিবর্তন করতে পারল না।	৫। তার এই মনোভাব পরিবর্তন হল না।

ঘ) ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া কর্তার অনুগামী হয়।
২. কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়ে থাকে।

ভাববাচ্য	**কর্তৃবাচ্য**
১। আমার এখন খাওয়া হবে।	১। আমি এখন খাব।
২। আমার যাওয়া হবে।	২। আমি যাব না।
৩। আমার নীলগিরি দেখা হয়েছে।	৩। আমি নীলগিরি দেখেছি।
৪। তোমার বেড়ানো হলো?	৪। তুমি বেড়ালে?
৫। এবার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।	৫। এবার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।
৬। সে দিনটা এভাবেই কেটে গেল।	৬। সে দিনটা এভাবেই কাটালাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১। বাচ্য কাকে বলে?

২। বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

৩। বাচ্য পরিবর্তনের দুটি নিয়ম লিখুন।

৪। বাচ্য ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

৫। ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দিন।

উত্তরমালা :

১। কথার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

২। বাচ্য তিন প্রকার; যথা– ক) কর্তৃবাচ্য খ) কর্মবাচ্য এবং গ) ভাববাচ্য

৩। বাচ্য পরিবর্তনের দুটি নিয়ম হলো– ক) কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তায় ও কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়। খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

৪। বাচ্য ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়েছে।

৫। উদাহরণ– ভাববাচ্য– আমার এখন যাওয়া হবে। কর্তৃবাচ্য : আমি এখন যাব।

পাঠ-৫.৫ : উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উক্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো উক্তি। বাংলা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে উক্তি আলোচনা করা হয়েছে। উক্তিকে বাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বাংলা ব্যাকরণে উক্তি পরিবর্তনের ভূমিকা অপরিসীম। এই পাঠে উক্তির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বর্ণনা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

উক্তি শব্দের অর্থ হলো *বলা*। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো কিছু বলার নামই হলো উক্তি। কোনো কথকের কোনো কিছু বলাই হলো উক্তি। বাক্যের মধ্যে বক্তার কিংবা বক্তা সম্বন্ধে অন্য ব্যক্তির কথা বলার ধরনকে উক্তি বলে।

প্রকারভেদ

বাংলায় ব্যাকরণে উক্তি দুই প্রকার । যথা–

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি (direct speech) ও

খ) পরোক্ষ উক্তি (indirect speech)।

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : যে বাক্যের সাহায্যে বক্তার কথা সরাসরি বর্ণনা করা হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি। যেমন– ইব্রাহীম বলল, "আমি কাজটি শেষ করতে পারিনি।"

এ বাক্যের বক্তা হলো ইব্রাহীম। ইব্রাহীমের কথাই এখানে সরাসরি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এটি হলো প্রত্যক্ষ উক্তির উদাহরণ।

খ) পরোক্ষ উক্তি : যে বাক্যে বক্তার বক্তব্য সরাসরি বর্ণনা করা হয় না, অন্যের দ্বারা বর্ণনা করা হয় সে উক্তিকে বলা হয় পরোক্ষ উক্তি। যেমন–

ইব্রাহীম বলল যে, সে কাজটি শেষ করতে পারেনি। এখানে বক্তা ইব্রাহীমের কথা সরাসরি প্রকাশিত হয়নি; অন্যের সাহায্যে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়মাবলি

উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলি নিচে আলোচনা করা হলো–

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য উদ্ধরণ চিহ্নের (" ") মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে এ উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্নের স্থানে যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তির মধ্যে বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : জাহাঙ্গীর বলল, "আমি বাড়ি যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : জাহাঙ্গীর বলল যে সে বাড়ি যাবে।

২. পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যের সর্বনাম পদ এবং কালবাচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তন করতে হয়–

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
এই	সেই	ইহা	তাহা
এ	সে	এখানে	সেখানে
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন
এখন	তখন	গতকাল	পূর্বদিন
আগামীকাল	পরদিন		

৩. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনাম পদ পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : ইমরান বলল, "আমার বাবা আজই বিদেশ যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ উক্তি : ইমরান বলল যে তার বাবা সে দিনই বিদেশ যাচ্ছেন।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থানুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "কাল আমি চট্টগ্রাম যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি বললেন যে পরদিন তিনি চট্টগ্রাম যাবেন।

৫. বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন; করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : হিরণ বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।"
পরোক্ষ উক্তি : হিরণ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের উপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিলা বলল, "ঢাকায় খুব গরম পড়েছে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিলা বলল যে, ঢাকায় খুব গরম পড়েছিল।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উল্লেখ থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "সত্যের মৃত্যু নেই।
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে সত্যের মৃত্যু নেই।

৮. প্রশ্নবোধক, আবেগসূচক ও অনুজ্ঞাসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। এক্ষেত্রে পরোক্ষ উক্তিতে মূল বাক্যের কোনো পদ বর্জন এবং কোনো কোনো পদের সংযোজন ঘটে। যেমন–

প্রশ্নবোধক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : মা বললেন, "তোমরা কি বেড়াতে যাবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমরা বেড়াতে যাব কিনা মা তা জিজ্ঞেস করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, "তোমাদের পরীক্ষা শেষ হবে কবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের পরীক্ষা কবে শেষ হবে বাবা তা জানতে চাইলেন।

আবেগসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : সেলিম বলল, "বা! কী চমৎকার দৃশ্য!"
পরোক্ষ উক্তি : সেলিম আনন্দের সাথে বলল যে দৃশ্যটি খুবই চমৎকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : ছাত্ররা বলল, "কী মজা !আজ আমাদের ছুটি হবে।"
পরোক্ষ উক্তি : ছাত্ররা আনন্দের সাথে বলল যে সেদিন তাদের ছুটি হবে।

নির্দেশক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : কাজল বলল, "আমি আগামীকাল ঢাকা যাব।"

পরোক্ষ উক্তি : কাজল বলল যে সে সেদিন ঢাকা যাবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : মনি বলেছিল, "আমি গতকাল কলেজে যাইনি।"
পরোক্ষ উক্তি : মনি বলেছিল যে সে আগেরদিন স্কুলে যায়নি।
প্রত্যক্ষ উক্তি : সে আমাকে বলল, "আমি তোমাকে চিনি না।"
পরোক্ষ উক্তি : সে আমাকে বলল যে সে আমাকে চিনে না।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

প্রশ্নবোধক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি শিক্ষাসফরে যেতে চাও?
পরোক্ষ উক্তি : আমরা শিক্ষাসফরে যেতে চাই কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : হাসান, আবিরকে বলল, "তুমি কি ময়মনসিংহ যাবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আবির ময়মনসিংহ যাবে কিনা তাকে হাসান তা জিজ্ঞেস করল।
প্রত্যক্ষ উক্তি : আমি তাকে বললাম, "মূর্খ জানে না যে, 'তেলে জলে মিশে না?"
পরোক্ষ উক্তি : আমি তাকে মূর্খ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলাম তেলে জলে মিশে না তা কি সে জানে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. উক্তি কাকে বলে?
২. উক্তি কত প্রকার ও কী কী?
৩. প্রত্যক্ষ উক্তিতে এটা থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
৪. প্রত্যক্ষ উক্তিতে আসা থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
৫. প্রত্যক্ষ উক্তির বক্তার বক্তব্য কোন্ চিহ্নের সাহায্যে আবদ্ধ থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উক্তি কাকে বলে? উক্তি কত প্রকার ও কী কী?

পাঠ-৫.৬ : যতি ও ছেদচিহ্নের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বিরামচিহ্ন কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার কী কী বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয় তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।

মানুষ যখন কথা বলে বা লেখে তখন মাঝে মধ্যে থেমে তারপর কথা বলে বা লেখে। কথা বলার বা লেখার মাঝখানে এই যে থামা তার সময়কাল আছে। এই থামার সময় নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের চিহ্নকে বলা হয় বিরামচিহ্ন বা বিরতিচিহ্ন বলা হয়।

বিরাম চিহ্ন কথার অর্থ– যে চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময়, জিহ্বার কাজের বিরাম বা বিরতি নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিতে হয়। লেখার সময়ও বাক্যের মধ্যে বিরতি বুঝিয়ে তা দেখানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেগুলোকেই বিরতি চিহ্ন, যতি চিহ্ন, ছেদ চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন বা ভাষা চিহ্ন বলে।
নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি, চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কাল নির্দেশ করা হলো :

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি কাল
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময় চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন চিহ্ন	:	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্র্যাকেট	() {} [ ]	থামার প্রয়োজন নেই থামার প্রয়োজন নেই থামার প্রয়োজন নেই

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার :

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}সাধারণত একটি দীর্ঘ বাক্যের ভেতরে দম নেয়া ও অর্থের স্পষ্টতা বোঝাতে কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা। নিচে কমার প্রয়োগ ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

ক. বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– সালাম, বরকত, রফিক– নাম না জানা আরো অনেকে শহীদ হয়েছেন ভাষা আন্দোলনে।

খ. পরস্পর সম্বন্ধসূচক একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন : সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ. সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– বসতে দিলে, শুতে চায়, শুতে দিলে, ঘুমাতে চায়।

ঘ. বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন : শুভ, এদিকে এসো।

ঙ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন : গতকাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পরিচিত।

চ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হয়। যেমন : সাহেব বললেন, "এখানে একবার এসো।"

ছ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন; ১৮ পৌষ, বুধবার, ১৩১০ সাল।

জ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন : ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০৮০।

২. সেমিকোলন (;)

ক. কমা অপেক্ষা বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। শব্দ বা পদের পরে সেমিকেলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশের পরে বসে। যেমন : সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা, এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই টুটে।

খ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একবাক্যে লিখতে মাঝখানে সেমিকোলন হয়। যেমন : চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে।

গ. দুটি বা তিনটি বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন হয়। যেমন : আগে পড়া, তারপর খাওয়া, অতঃপর স্কুল।

ঘ. পরস্পর নির্ভরশীল বাক্য সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত হলেও কখনো কখনো প্রথম বাক্যের শেষেও সংযোজক অব্যয়ের আগে সেমিকোলন বসে। যথা– দুঃখ তো মানুষের জন্যই আসে, কিনতু তা জয় করার জন্য চাই মনোবল।

ঙ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন : শরীরটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে হাঁচি ও কাশি আসছে।

চ. বাক্যের কোনো বক্তব্যকে পরবর্তী অংশে বিষদভাবে বর্ণনাকরার সময় দুই অংশের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন– আমরা স্বাধীন জাতি; আমাদের উন্নতি কিসে হবে, কিভাবে হবে তা ভেবে দেখতে হবে।

ছ. শ্রেণিভুক্ত করার সময় জাতীয় বিষয়কে অন্য শ্রেণি থেকে পৃথক করতে সেমিকোলনের ব্যবহার হয়। যেমন : শীতকালে কাজের, ফুলকপি, বাধাকপি, কমলা ও পাওয়া যায়।

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণছেদ (।)

বাংলাভাষায় দাঁড়ি একটি বহুল ব্যবহৃত যতিচিহ্ন। বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাড়ি বা পূর্নচ্ছেদ বসে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে–

ক. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– কাল একবার এসো।

খ. নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– সব সময় সত্য কথা বলবে।

গ. পরোক্ষ প্রশ্নের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের বদলে দাড়ি ব্যবহার হয়। যেমন– সীমা জানতে চাইল রীমা কবে আসবে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) : প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসা হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র–

ক. বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন; তুমি একন এসে? সে কি যাবে?

খ. সন্দেহ বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন; সে কি কাল আসবে?

গ. ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশে কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন: আপনার মতো উপকারী বন্ধু (?) না থাকাই ভালো।

ঘ. প্রশ্নবাচক পদের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন করতে পারে। যেমন– কোথায় যাবেন?

৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

ক. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন : আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রনস্থলে।

খ. আবেদন, ভীতি, হতাশা, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন : দয়া করে আমার কথা শুনুন!

গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্ন চিহ্নের পরিবর্তে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন : তোমার হৃদয় কি পাষাণে গড়া! একটি বারও পলাশের কথা ভাবলে না!

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তরের শেষে কখনো কখনো পূর্ণচ্ছেদ না বসে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন : আমাকে একটু আদর করবে!

৬. কোলন (:) এর ব্যবহার

ক. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে গেলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন : সভায় সাব্যস্ত হলো : এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন : পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

গ. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের আগে কোলন বসে। যেমন : সিরাজ : আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে আমার অপমান করতে হয়েছে।

ঘ. আবেদন পত্রে ভুক্তি, উপভুক্তির পরে কোলন বসে। যেমন– নাম : পিতার নাম: ঠিকানা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর : তারিখ: ।

ঙ. সময়কে সংখ্যায় নির্দেশ করতে : ১২:৩০, ২:১৫।

৭. ড্যাশ চিহ্ন (–)

ড্যাস শব্দের বাংলা অর্থ বাক্য সঙ্গতি চিহ্ন। বাক্যের মধ্যে গতির জন্য ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার কোনো বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তোমরা দরিদ্রের উপকার কর– এতে তোমাদের সম্মান যাবে না– বাড়বে।

খ. উদাহরণ প্রয়োগ করতে হলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : বচন দুই প্রকার– একবচন, বহুবচন।

গ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ হয়। যেমন : বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ঘ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমন : বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে"-ইত্যাদি।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

হাইফেন সবসময় দুই ততোধিক শব্দের মধ্যে বসে। বাংলা লেখার সময় এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন : হাট-বাজার, সাত-পাঁচ।

খ. একই শব্দ পরপর দুবার বসলে তাদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন : চলতে-চলতে কোথায় চলে যায়। যেতে-যেতে হয়রান হয়ে পড়েছি।

গ. দিক বা স্থান বা সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইফেন বসে। যেমন : উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে।

ঘ. কোনো কোনো উপসর্গের পরে হাইফেন বসে। যেমন : অ-তৎসম, কু-অভ্যাস, বে-আক্কেল।

৯. ইলেক (') বা লোপ চিহ্ন বা উর্ধ্বকমা

ক. শব্দে বর্ণের লোপ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন হয়। যেমন : মাথার' পরে জ্বলছে রবি (' পরে=ওপরে), পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা = কাহারা) দু'বেলা ভাত জোটে না– রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

খ. হাইফেনের বিকল্প চিহ্ন হিসেবে ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তোমার মা'র অসুখ সেরেছে কি?

গ. সালের বর্জিত সংখ্যা বোঝাতে ইলেক চিহ্ন বসে। যেমন : ২৬ মার্চ '৭১ ফেব্রুয়ারি '৫২।

১০. উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”)

বক্তার বক্তব্য অবিকৃত ভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র-

ক. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন : শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার”।

খ. কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এবং গ্রন্থের নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে। যেমন : শরৎচন্দ্রের ‘বিলাসী’।

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন (), {}, [].

বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যে সাধারণত প্রথম ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।

সাধারণত এই তিনটি চিহ্ন (), {}, [].গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১২. বর্জন চিহ্ন (), {}, [].

রচনার বিশেষ অংশ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে। ।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

ক. ধাতু বা ক্রিয়ামূল বোঝাতে (√) চিহ্ন : √কৃ+অক = কারক

খ. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন হয়। যেমন : সাঁ < গ্রাম।

গ. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন হয়। যেমন : স্বর্ণ > সোনা।

ঘ. সম্মানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে (=) সমান চিহ্ন হয়। পিতা ও মাতা = পিতামাতা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বিরামচিহ্ন কাকে বলে বলুন।

২। যেকোনো পাঁচটি বিরামচিহ্নের নাম ও পাঁচটি বাক্যে এর ব্যবহার দেখান।

পাঠ-৫.৭ : বাগধারা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাগধারার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাক্যে বাগধারা প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভাষা মাত্রই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বাকভঙ্গি থাকে। এ বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে বাক্যরীতিতে তেমনি থাকে বাগভঙ্গিতেও। বাগধারাকে এক ধরনের বাগভঙ্গি বলা হয়। ইংরেজিতে বাগধারাকে বলা হয় Idiom।

বাগধারা হলো বিশিষ্ট ধরনের শব্দ। বলা যায়, যেসব শব্দসমষ্টি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় বাগধারা।

বাগধারা প্রয়োগ

অ

১. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – কম বয়সেই লোকটি অক্কা পেল।
২. অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) – ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সে গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
৩. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।
৪. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার সঙ্গে তুমি পারবে না।
৫. অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে সভা থেকে বিদায় করে দাও।
৬. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – সেলিমকে ইদানীং আর কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছে।
৭. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – গভীর নদীতে জমিজমা হারিয়ে লোকটি এখন অথৈ জলে পড়েছে।
৮. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) – তুমি হে মম অকূল পাথারে প্রভু।
৯. আদায় কাঁচকলায় (পরম শত্রুতা) – দুই জায়ের মধ্যে একেবারে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক।
১০. আসরে নামা (অবতীর্ণ হওয়া) – আজাহার সাহেব এবার সুযোগ বুঝে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন।

আ

১১. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – আকাশ কুসুম বাদ দিয়ে পড়ালেখা করো না হলে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না।
১২. আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – বোকামির জন্য আকিবকে আক্কেল সেলামি দিতে হলো।
১৩. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – ব্যবসা করে রহিম সাহেব আঙ্গুল ফুলে কলা হয়েছে।
১৪. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।
১৫. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি– তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।
১৬. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – বন্যায় ফসল হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।
১৭. আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) – মিম আষাঢ়ে গল্প বলায় পটু।

১৮. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – তার জেল হয়েছে শুনে তুমি আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।
১৯. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?
২০. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) – পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।
২১. আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) – তোমার তো আঠারো মাসে বছর, এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।

ই

২২. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – মনি খুব ইঁচড়ে পাকা, সব কথাতেই নাক গলায়।
২৩. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – জ্ঞানের দিক থেকে সেলিম ও সালামের মধ্যে তেমন ইতর বিশেষ নেই।
২৪. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – ইঁদুর কপালে না হলে কি আমার কপালে এমন ফলাফল জুটে।
২৫. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) – অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি আসায় মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

উ

২৬. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় দাও।
২৭. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান) – তাকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।
২৮. উড়ো কথা (গুজব) – উড়ো কথায় কান দিও না।
২৯. উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – করিম সাহেবের উড়নচণ্ডী ছেলেটি অল্পদিনেই বাপের সম্পত্তি নষ্ট করে পথে দাঁড়িয়েছে।
৩০. উড়োচিঠি (বেনামী চিঠি) – মেম্বার সাহেব উড়োচিঠি পেয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

এ

৩১. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – চেয়ারম্যান সাহেব তো একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কী করে?
৩২. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের আকিকায় এতবড় আয়োজন, এ যে এক এলাহি কাণ্ড।
৩৩. এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)– যেই টাকাটা পেয়েছ, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।
৩৪. এক কথার মানুষ (প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে) – আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এক কথার মানুষ।
৩৫. একহাত নেওয়া (সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেয়া) – সুযোগ পেলে সেলিমকে সে একহাত নেবে।

ও

৩৬. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) – মনে হয় ওষুধ করেছে– ছেলেটা এবার কথামতো কাজ করবে।
৩৭. ওতপাতা (শিকারের অপেক্ষায় থাকা)– বিড়ালটা মাছের জন্য ওতপেতে বসে আছে।
৩৮. ওজন বুঝে চলা (আত্মমর্যাদা)– মামুন সাহেব খুব ওজন বুঝে চলেন।

ক

৩৯. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – বাবুল যা বলল তা কথার কথা।
৪০. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – হারুন খুব কান পাতলা, তার কথা বিশ্বাস করো না।
৪১. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) – কথায় কী আর চিড়ে ভিজে, কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।
৪২. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – ঠিকাদারি করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।

৪৩. কপাল ফেরা (অবস্থা ভালো হওয়া) – ওর কপাল ফিরেছে, এখন ভালো টাকা-পয়সা উপার্জন করে।

৪৪. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) – আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।

৪৫. কলুর বলদ (পরাধীন) – সংসারে কেবল কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম, কারো মন পেলাম না।

৪৬. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) – লোকটির কই মাছের প্রাণ, সে সহজে মরবে না।

খ

৪৭. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – মিঠু খুব খয়ের খা, ওকে দিয়ে এ ভালো কাজ হবে না।

৪৮. খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে-ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমির এনেছ, এখন ঠ্যালা সামলাও।

৪৯. খাই-খরচ (খাওয়ার খরচ)– চাকুরি করে যা পাই তা দিয়ে খাই-খরচ চলে আর কি।

গ

৫০. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে নিজের বুদ্ধি মতো চলো।

৫১. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।

৫২. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

৫৩. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।

৫৪. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) – পুলিশের ভয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।

ঘ

৫৫. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) – ঘরে সাদাকালো টিভি কেনার টাকা নেই রহিম নাকি রঙিন টিভি কিনবে– এটি ঘোড়ার রোগ ছাড়া আর কি।

৫৬. ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) – গরিব বলে কি ঘাটের মড়ার কাছে মেয়ে সমর্পণ করব?

৫৭. ঘোড়ার ডিম (বৃথা, অর্থহীন) – সারা বছর লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার খাতায় ঘোড়ার ডিম তো পাবেই।

৫৮. ঘটিরাম (অপদার্থ) – ইব্রাহীম একটা ঘটিরাম, ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

চ

৫৯. চশমখোর (লজ্জাহীন) – তোমার মতো এমন চশমখোর লোক আর জীবনে দেখিনি।

৬০. চোখের চামড়া (লজ্জা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।

৬১. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) – পুত্র কন্যাদের নিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।

৬২. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি– নাসির তাই চোখে সরষের ফুল দেখছে।

৬৩. চোখের মনি (প্রিয়) – শুভ ছিল মায়ের চোখের মনি।

৬৪. চুনোপুটি (সামান্য ব্যক্তি) – রাঘব বোয়ালরা ভয়ে কম্পমান, আর তুমি বাপু চুনোপুটি হয়ে লাফাচ্ছ।

৬৫. চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা থাকা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে মায়ের কাছে এমন নির্লজ্জ আবদার করতে পারত না।

ছ

৬৬. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে সবজির আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

৬৭. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – ভোট ছেলের হাতে মোয়া নয় যে চাইলেই পেয়ে যাবে।

৬৮. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – তার মতো ছা পোষা মানুষকে দিয়ে এত বড় কাজ হবে না।

৬৯. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) – ছাই চাপা আগুন কোনো দিন ঢাকা থাকে না, একদিন প্রকাশ পাবেই।

৭০. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) – স্বপন আমার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তা হতে দেব না।

জ

৭১. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি)– তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – তা আমি আগে টের পাইনি।

৭২. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) – নাবালক ভাইদের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মতো আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

৭৩. জগাখিচুড়ি (সবকিছু এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকা) – গুছিয়ে বলতে না পারার জন্য ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জগাখিচুড়ি হয়ে গেল।

ঝ

৭৪. ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা (সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজের দলে ফেরা) – তাদের জন্য অনেক করলাম কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেল।

৭৫. ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কার্যসিদ্ধি করা) – ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে অতি কঠিন কাজেও সফলতা লাভ করা যায়।

ট

৭৬. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – এ কাজের ব্যাপারে তোমার আগেই টনক নড়া উচিৎ ছিল।

৭৭. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহংকার) – হঠাৎ বড়লোক হয়েছ তাই তুমি টাকার গরম দেখাচ্ছ।

৭৮. টাকার কুমির (ধনী) – লোকটা টাকার কুমির কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

৭৯. টুপ ভুজঙ্গ (নেশায় চুর) – আরে, কাকে কী বলছ, দেখছ না নেশা করে একেবারে টুপ ভজঙ্গ হয়ে এসেছে।

৮০. টক্কর দেওয়া (পাল্লা দেওয়া) – যার তার সাথে টক্কর দিতে যেও না, শেষে বিপদে পড়বে।

ঠ

৮১. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) –্এমন ঠোঁট কাটা মেয়ে আমি আগে দেখিনি।

৮২. ঠাই ঠাই (পৃথক)– ভাই ভাই ঠাই ঠাই আছে।

৮৩. ঠাণ্ডা লড়াই (গোপনে বিরোধিতা)– রহিম বহুদিন ধরে সালমার সাথে ঠাণ্ডা লড়াই চালাচ্ছে।

ড

৮৪. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – নাছিরকে আজকাল দেখাই যায় না, সে যেন ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে।

৮৫. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) – অনেক বেলা হয়েছে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরেই ফেলি।

৮৬. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) – যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

ঢ

৮৭. ঢং করা (ন্যাকামি)– এত ঢং না করে যা বলার বলে ফেল।

৮৮. ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – কেরানি তো বড় সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলবে তাই শুনবে।

৮৯. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

ত

৯০. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – তাদের প্রেম তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেল।

৯১. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) – একটু ত্রাণের আশায় গরিবলোকেরা সারাদিন ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

৯২. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

৯৩. তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) – সে যে লম্বা কথা বলে তার মূলে আছে তামার বিষ।

৯৪. তালকানা (হুঁশ নেই যার) – ইলা তালকানা, ওর ওপর গুরু দায়িত্ব দেয়া যায় না।

দ

৯৫. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – ইলা ও মিলার মধ্যে খুব দহরম মহরম।

৯৬. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

৯৭. দাঁও মারা (মোটা অঙ্ক লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায়, চালের দোকানদাররা ভালো দাঁও মেরেছে।

৯৮. দুধে ভাতে (ভালো অবস্থায় থাকা) – বাপ মায়ের আশা তাদের সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে।

ধ

৯৯. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – সমাজে ধামাধরাদের অত্যাচারে টিকে থাকা কঠিন।

১০০. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) – হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না।

১০১. ধান ভানতে শিবের গীত (এক কাজ করতে বা বলতে গিয়ে অন্য কাজ করা বা বলা) – তোমার ধান ভানতে শিবের গীতের অভ্যাসটা আর গেল না।

১০২. ধকল সওয়া (সহ্য করা) – তুমি যা-ই বল না কেন, এ বয়সে এত বড় ধকল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ন

১০৩. নয় ছয় (অপচয়) – এ বয়সেই এত নয়ছয় করছ, সারাজীবন চলবে কীভাবে।

১০৪. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১০৫. নাড়ির খবর (সকল খবর) – নাড়ির খবর জেনেই তবে আমি একাজ করব।

১০৬. নজর লাগা (দৃষ্টিতে নষ্ট হওয়া) – নজর লেগে ছেলেটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

১০৭. নিমরাজি (অল্পরাজি) – সে এ কাজে নিমরাজি ছিল।

প

১০৮. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – পুলিশের বেদম মার খেয়ে চোরটা গত রাতে পটল তুলেছে।

১০৯. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি– গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১১০. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই, ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১১১. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ– ওকে ধমক ধামক দিয়ে কী লাভ।

১১২. পগার পার (পালিয়ে যাওয়া) – লোকজনকে দেখে চোর পগার পার হলো।

ফ

১১৩. ফপর দালালি (মাতাব্বরি)– এ ব্যাপারে আমি হারুনের ফপর দালালি সহ্য করব না।

১১৪. ফুলবাবু (সৌখিন সজা-সজ্জাধারী) – ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ালে পেটের ভাত যোগাড় হবে কোত্থেকে।

১১৫. ফাটা কপাল (মন্দভাগ্য)– যা আমার ফাটা কপাল, তাতে কোনো আশাই করি না।

ব

১১৬. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) – তাদের প্রেম বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে গেল।

১১৭. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – আজকাল বা হাতের ব্যাপার ছাড়া চাকুরি পাওয়া কঠিন।

১১৮. বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) – টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১১৯. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) – ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

১২০. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ– বেশি টাকা পেলে কী করবে ভেবে পাচ্ছি না।

১২১. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনো দিন সর্দি হয় নাকি!

১২২. বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, বিসমিল্লায় গলদ করে বসে আছ।

ভ

১২৩. ভরাডুবি (সর্বনাশ) – ব্যবসায় করিম সাহেবের ভরাডুবি হয়েছে।

১২৪. ভিজা বিড়াল (কপট) – ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

১২৫. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পেছনে লেগেছ– তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

১২৬. ভানুমতির খেল (ভোজবাজি, ভেল্কি) – খুব তো ভানুমতির খেল দেখালে, তুমি যে এমন ফাঁকিবাজ তা আগে জানলে তোমাকে এ কাজের ভার দিতাম না।

ম

১২৭. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) – তার মতো মাকাল ফল দিয়ে এ কাজ হবে না।

১২৮. মাটির মানুষ (সরল ব্যক্তি) – জালাল সাহেব সত্যি মাটির মানুষ, সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করেন।

১২৯. মাথা খাওয়া (প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা) – ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা মাথা খেয়েছে।

১৩০. মামাবাড়ির আবদার (অতিরিক্ত দাবি যা যুক্তিসংগত নয়) – ভোট মামার বাড়ির আবদার নয় যে চাইলেই পাবে?

য

১৩১. যক্ষের ধন (কৃপণের ধন)– তুমি তো যক্ষের ধন, তুমি আবার কী দান করবে।

১৩২. যো হুকুম (চাটুকার)– সাবধান ভাই সাবধান, যো হুকুমের দল সর্বনাশ করবে।

১৩৩. যমের অরুচি (যে সহজে মরে না): আশি বছরের বৃদ্ধের প্রতি যমেরও অরুচি।

র

১৩৪. রাঘব বোয়াল (অতি ক্ষমতাধর) – সমাজে রাঘব বোয়ালদের জন্য অনেকসময় শুভ কাজ করা যায় না।

১৩৫. রগচটা (বদরাগি) – রগচটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা কঠিন কাজ।

১৩৬. রাবণের চিতা (চির অশান্তি)– তার সংসারে সর্বদা রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।

ল

১৩৭. লেফাফা দুরস্ত (বাইরের পরিপাটি ভাব) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

১৩৮. লম্বা দেওয়া (পালিয়ে আত্মরক্ষা) – পুলিশ দেখা মাত্র চোরটা লম্বা দিল।

শ

১৩৯. শাঁখের করাত (উভয় সংকট) – আমার হয়েছে শাঁখের করাত –এখন হ্যাঁ বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

১৪০. শকুনি মামা (অসৎ বুদ্ধিদাতা আত্মীয়) – অসৎ কাজে প্রেরণা দিতে শকুনি মামারা চিরকালই লেগে আছে।

১৪১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (নিন্দনীয় কাজ গোপন করার চেষ্টা) – ছেলের কুকর্ম ঢাকতে গিয়ে মিথ্যা বললেন হাজি সাহেব, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়।

ষ

১৪২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) – জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।
১৪৩. ষোল আনা (পুরোপুরি)– চাকুরিটা পেয়ে তার ষোলো আনা পূর্ণ হলো।

স

১৪৪. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে, একেই বলে সোনায় সোহাগা।
১৪৫. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) – দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব, কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

হ

১৪৬. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – লোকটার হাতটানের অভ্যাস আছে।
১৪৭. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – বাসার সব জিনিসপত্র এমন হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে কেন।
১৪৮. হাতে খড়ি (আরম্ভ) – ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম, কিছু করে খেতে হবে তো।
১৪৯. হাতের পাঁচ (শেষ অবলম্বন) – এ এক লাখ টাকাই এখন আমার হাতের পাঁচ।
১৫০. হাড় হাভাতে (অভাবী) – মামুন খুবই হাড় হাভাতে লোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাগধারা কাকে বলে?
২। নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্যরচনা করুন: অক্কা পাওয়া, তাসের ঘর, আকাশ পাতাল, নিমরাজি, ইদুর কপালে, পটল তোলা, ওজন বুঝে চলা, বসন্তের কোকিল, ছা পোষা, ভরাডুবি, টাকার গরম, ঢাকের বায়া, কান পাতলা, পটল তোলা, যক্ষের ধন।

পাঠ-৫.৮ : শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। এসব শব্দ পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উঠা
আভিধানিক অর্থ : উত্থিত হওয়া
বিশেষ অর্থ :

১. রব উঠা (গুজব উঠা)	এ খারাপ কাজটি তুমিই করেছ বলে রব উঠেছে।
২. জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)	চাকুরি হওয়ায় মজিদ এখন জাতে উঠেছে।
৩. কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)	কথাটা মায়ের কান পর্যন্ত উঠেছে।
৪. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	এত অল্প টাকায় তার মন উঠবে না।

কথা
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বাক, বচন, ভাষা, উক্তি
বিশেষ অর্থ :

১. কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)	আমি এ ব্যাপারে তাকে কথা দিয়েছি।
২. কথা (তুলনা)	তোমার সঙ্গে তার কথা চলে না।

কান
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ণ
বিশেষ অর্থ :

১. কান পাতা (শুনার জন্য মনোযোগ দেওয়া)	জব্বর আলীর কান পাতার অভ্যাস আছে।
২. কান দেওয়া (শোনা)	খারাপ লোকের কথায় কান দিও না।
৩. কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা)	এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে তুলে লাভ নাই।

কাজ
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ম, কার্য
বিশেষ অর্থ :

১. কাজ দেওয়া (সাহায্য করা)	আমি একটি ভাল কাজ পেয়েছি।
২. কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা)	তার পরামর্শ আমার কাজে লেগেছে।
৩. কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া)	কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।

কাঁচা
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : অপক্ব
বিশেষ অর্থ :

১. কাঁচা মাংস (অসিদ্ধ মাংস) — আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত।
২. কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক) — রশিদ সাহেব কাঁচা লোক নন।
৩. কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম) — ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
৪. কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত) — আদিবের কাঁচা হাতের লেখা, বুঝা মুশকিল।

কড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : তীব্র, অকোমল

বিশেষ অর্থ :

১. কড়া (কঠোর) — ভাড়াটিয়াকে হাকিম সাহেব কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।
২. কড়া (প্রখর) — কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
৩. কড়া (তীব্র) — ডাক্তার তাকে কড়া ঔষধ দিল।
৪. কড়া (সতর্ক) — বাড়িটি কড়া পাহাড়ায় রাখ।

গরম

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উষ্ণ, তাপ, উত্তাপ

বিশেষ অর্থ :

১. গরম (উগ্র) — আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
২. গরম (অহংকার) — টাকার গরম দেখানো ভালো নয়।
৩. গরম (উত্তাপ) — জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
৪. গরম (গ্রীষ্ম) — গরম কালে অনেক ফল পাওয়া যায়।
৫. গরম (টাটকা) — এটা আজকের গরম খবর।

গা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : শরীর, গতর

বিশেষ অর্থ :

১. গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা) — বাচ্চা ছেলেদের গায়ে হাত তোলা উচিৎ নয়।
২. গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া) — সেই রাত্রির কথা মনে পড়িলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।
৩. গা করা (মন দেওয়া) — বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
৪. গা জুড়ানো (স্বস্তি পাওয়া) — তোমার ঐ বিশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

চোখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চক্ষু, নয়ন

বিশেষ অর্থ :

১. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা) — ডাক্তার সাহেব রোগীর চোখ দেখলেন।
২. চোখ পাকানো বা রাঙানো (রাগ দেখানো) — কথায় কথায় আজিজ সাহেব চোখ পাকায়।
৩. চোখ উঠা (চক্ষূরোগ বিশেষ) — ছেলেটার চোখ উঠেছে।
৪. চোখঠারা (চোখ দিয়ে ইশারা করা) — কেন তুমি চোখঠারাও প্রমিলার দিকে?
৫. চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া) — কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে!
৬. চোখ রাখা (দৃষ্টি রাখা) — ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।

ছোট

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. ছোট (সংকীর্ণ) — লোকটার মন ছোট।

২. ছোট (নীচ) ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে।
৩. ছোট (কনিষ্ঠ) ছোট ছেলেটি মা বাবার আদুরে।

ছাড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বর্জন বা ত্যাগ করা

বিশেষ অর্থ :

১. আশা ছাড়া (ত্যাগ করা) আমি চাকরির আশা ছেড়েছি।
২. হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া) এত শিগগির হাল ছাড়লে চলবে কি করে।
৩. গলা ছাড়া (উদাত্ত কণ্ঠ) গলা ছেড়ে গান গাও।
৪. জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা) ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
৫. ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা) পাখিটাকে ছেড়ে দাও।

তোলা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উঠানো, উত্তোলন

বিশেষ অর্থ :

১. গুজব তোলা (রটনা করা) যারা মিথ্যা গুজব তোলে, তারা দেশের শত্রু।
২. ঘরে তোলা (গৃহজাত করা) সব ফসল ঘরে তোলা হয়েছে তো?
৩. পটল তোলা (মারা যাওয়া) লোকটা অল্প বয়সে পটল তুলেছে।
৪. চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা) সমিতির জন্য পাড়ার ছেলেরা চাদা তুলছে।

ধরা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : স্পর্শ, পাকড়ানো, পৃথিবী

বিশেষ অর্থ :

১. দোষ ধরা (দেখান) অযথাই অন্যের দোষ ধরো কেন?
২. তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া) প্রতি কাজেই তাল ধরলে হয় না।
৩. রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া) লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
৪. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া) কথাটা আমার মনে ধরেনি।
৫. ট্রেন ধরা (ঠিক সময় ট্রেন পাওয়া) বড্ড দেরি হয়ে গেছে; ট্রেন ধরতে পারব কি?

পা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পদ, চরণ

বিশেষ অর্থ :

১. পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া) পা বাড়িয়ে চলো; সাফল্য তোমার আসবেই।
২. পা চালান (দ্রুতবেগে চলন) পা চালাও তা না হলে ট্রেন ধরতে পারবে না।
৩. পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া) কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
৪. পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা) হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

পাকা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পক্ব, পরিণত

বিশেষ অর্থ :

১. পাকা ইট (পোড়ানো) পাকা ইটের বাড়ি খুব শক্ত মজবুত।
২. পাকা (অভিজ্ঞ) রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
৩. পাকা সোনা (খাঁটি) পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
৪. পাকারং (স্থায়ী) পাকারঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
৫. পাকা চুল (সাদা) সে পাকা চুলে রঙ দিয়েছে।

৬. পাকা খাতা(শেষ) পাকা খাতায় হিসেব তোলা হয়েছে; আর কাটাকাটি সম্ভব নয়।
৭. পাকা (নিপুণ) রাসেলের কাজে খুবই পাকা, কোনো দোষ ধরা যায় না।
৮. পাকা (সম্পূর্ণ) এ কাজটি করতে তালুকদারের পাকা এক সপ্তাহ লেগেছে।
৯. পাকাকথা (অপরিবর্তনীয়) তারা বিয়েতে পাকাকথা দিয়েছে।

বড়

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বৃহৎ, দীর্ঘ, মহৎ, খুব

বিশেষ অর্থ :

১. বড় (ধনী) সে বেশ বড় লোক।
২. বড় (উচ্চপদস্থ) বড় বাবুকে সবাই ভয় পায়।
৩. বড় (অত্যন্ত) রাশেদ বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছে।
৪. বড় (উদার) সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
৫. বড় (জ্যেষ্ঠ) নয়না বাবা মায়ের বড় মেয়ে।
৬. বড় (উচ্চবংশ) মুন বড় বংশের মেয়ে।
৭. বড় (কঠোর) সে আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারল!
৮. বড় (বিশেষ) বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
৯. বড় (নিকট) লোকটি আমার বড় কুটুম।

বুক

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বক্ষস্থল, অন্তর, ছাতি

বিশেষ অর্থ :

১. বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা) এতিম ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
২. বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া) কোন কোন মায়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।
৩. বুকের পাটা (সাহস) রশিদের বুকের পাটা আছে বলেই এমন কথা বলতে পারে।
৪. বুক পাতা (সাহায্য করা) সৎ লোক অন্যের জন্য বুক পাততে পারে।
৫. বুক ফুলা (গর্ব করা) ছেলের পরীক্ষা পাশে বুড়োর বুক ফুলে গেছে।
৬. বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া) তোমার কথায় ছেলেটির বুকে লেগেছে।

মন

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চিত্ত, হৃদয়

বিশেষ অর্থ :

১. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া) কিছুতেই তার মন উঠছে না।
২. মন পড়া (পছন্দ হওয়া) মেয়েটাতে তার মন পড়েছে।
৩. মন লাগা (মনোযোগী হওয়া) কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
৪. মনে পড়ে (স্মরণে আসা) কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
৫. মনে লাগা (পছন্দ হওয়া) বাড়িটি আমার বেশ মনে লেগেছে।
৬. মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া) এত করেও তোমার মন পেলাম না।
৭. মনের মিল (সদ্ভাব) আদিব ও আকিবের মধ্যে মনের মিল আছে।
৮. মন কষাকষি (মনোমালিন্য) সম্পত্তির কারণে দুই ভাইয়ের মধ্যে মন কষাকষি চলছে।

মাথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মস্তক, শির, আগা, আরম্ভ /শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. মাথা দেওয়া (সাহায্য করা) বিপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু।

২. মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া) ওষুধ খেয়ে রুগির মাথা ধরা কমেছে।
৩. মাথা পাতা (সম্মত হওয়া) এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
৪. মাথা আসা (বোধগম্য হওয়া) অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
৫. মাথা খাওয়া (নষ্ট করা) অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
৬. মাথা ঠেকান (প্রণাম করা) ও আমার দেশের মাটি, তোমার তরে ঠেকাই মাথা।
৭. মাথায় উঠা (প্রশ্রয় পাওয়া) আদর পেয়ে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৮. মাথা গরম করা (চটিয়া যাওয়া) এত অল্পে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৯. চোখের মাথা খাওয়া (অন্ধ হওয়া) চোখের মাথা না খেলে কেউ এমন কাজ করতে পারে?
১০. মাথার দিব্যি (শপথ) মাথার দিব্যি, দয়া করে এ কাজ করো না।

মুখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মুখমণ্ডল, সম্মুখ

বিশেষ অর্থ :

১. মুখ রাখা (মান রাখা) মেয়েটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
২. মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো) আমজাদ বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
৩. মুখ চাওয়া (নিভ্রর করা) আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
৪. মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া) আল্লাহ অবশেষে আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
৫. মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা) মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
৬. মুখ খোলা (নীরবতার পর কথা বলা) অবশেষে আসামী মুখ খুলল।
৭. মুখ সামলানো (সংযত হওয়া) খবরদার মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
৮. মুখ করা (তিরস্কার করা) জলিল সাহেব তাকে খুব মুখ করল?
৯. মুখ ভার করা (অভিমান করা) ইব্রাহীম মুখ ভার করে বসে আছে।

মোটা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বেশি, স্থূল

বিশেষ অর্থ :

১. মোটা (স্থূল) আলম সাহেব মোটা বুদ্ধির লোক।
২. মোটা (অমসৃণ) গরিব মানুষ সাধারণত মোটা কাপড় পড়ে ।
৩. মোটা (মিহি নয় এমন) মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
৪. মোটা (বেশি) মোটা আয়ের লোক ভালোভাবে সংসার চালাতে পারে।
৫. মোটা (বহু) আমার মোটা কাজ আছে।
৬. মোটা (প্রচুর) মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারে না।

রাখা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :

বিশেষ অর্থ :

১. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
২. মান রাখা (সম্মান রাখা) এ সন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট করা) সকলের মনরেখে চলা কঠিন।
৪. কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা) আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
৫. চোখ রাখা (নজর রাখা) শিশুটির প্রতি চোখ রেখো।
৬. মনে রাখা (স্মরণ রাখা) সে বংশের মান রেখেছে।

৭. নাম রাখা (সম্মান রাখা) ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
৮. কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা) শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

শক্ত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কঠিন, নরম না

বিশেষ অর্থ :

১. শক্ত কথা (কড়া) কাউকে শক্ত কথা উচিত নয়।
২. শক্ত (কঠিন) অঙ্কটি খুবই শক্ত।
৩. শক্ত (দুরারোগ্য) বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
৪. শক্ত লোক (নির্দয়) শক্ত লোককে অনেকেরই পছন্দ করে না।
৫. শক্ত (মজবুত) করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।

হাত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : হস্ত /শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. হাত আসা (অভ্যাস হওয়া/রপ্ত হওয়া) কাজটিতে তার হাত এসেছে।
২. হাত করা (বশীভূত করা) চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
৩. হাত থাকা (প্রস্তাব) এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
৪. হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া/ভিক্ষা করা) আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না।
৫. হাত দেওয়া (কাজ করতে চাওয়া) এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
৬. হাতটান (চুরির অভ্যাস) কাদেরের হাতটানের অভ্যাস আছে।
৭. হাত তোলা (প্রহার করা) বাচ্চা ছেলেদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। নিচের শব্দগুলোর ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান– হাত, মাথা, গা, কাঁচা, ছোট, তোলা, পা, মন।

পাঠ-৫.৯ : প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ কী তা বলতে পারবেন।
- প্রায় সমোচ্চারত শব্দের ব্যবহার দেখাতে পারবেন।

এমন অনেক শব্দগুচ্ছ বাংলা ভাষায় রয়েছে যাদের উচ্চারণ প্রায় একই হলেও এদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদেরকে প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-সব শব্দগুচ্ছের উচ্চারণ এক, কিন্তু অর্থ আলাদা সে-সব শব্দকে বলা হয় প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ।

১
অন্ন (ভাত) — আমি তাকে অন্ন দিব বলে বলছি।
অন্য (অপর) — নিজের পাশাপাশি অন্যের কথাও ভাবতে হবে।

২
অনু (পশ্চাৎ) — যা বলার সামনে বলো অনুতে না বলাই ভালো।
অণু (ক্ষুদ্রতম অংশ) — কেবল বড় জিনিস নয়, অণুতেও সফল পেতে পার।

৩
অংশ (ভাগ) — তার জমিতে আমার অংশ আছে।
অংস (কাঁধ) — বিপদে দূরে সরে না থেকে অংস মেলাও।

৪
অশ্ব (ঘোড়া) — এরকম অশ্বের মতো শব্দ করছ কেন?
অশ্ম (পাথর) — অশ্মে মাথা ঠুকে লাভ নাই, চল বাড়ি যাই।

৫
অশক্ত (দুর্বল) — বিপদে অশক্ত হতে নাই।
অসক্ত (আসক্তিহীন) — বইয়ে অসক্ত হলে ছাত্রজীবন বৃথা হবে।

৬
অনিল (বাতাস) — পৃথিবীর সর্বত্রই অনিলের সমারোহ।
অনীল (যা নীল নয়) — আকাশ কী কখনো অনীল হয়।

৭
অন্ত (শেষ) — সংসারে কাজের অন্ত নাই।
অন্ত্য (যা অন্তে আছে) — নিলয়ের আজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে।

৮
অন্যান্য (অপরাপর) — অন্যান্যের সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক আছে।
অন্যোন্য (পরস্পর) — অন্যোন্যের প্রতি ভালোবাসায় মানুষের সুখ।

৯
অবদান (সৎকর্ম) — দেশের স্বাধীনতায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনেক বেশি।
অবধান (মনোযোগ) — পড়ালেখায় অবধান না দিলে ভালো করতে পারবে না।

১০
অবিরাম (অনবরত) অবিরাম চেষ্টা মানুষকে সফলতা এনে দেয়।
অভিরাম (সুন্দর) পোশাকে নয়নাভিরাম সেজো না, মনের দিকে অভিরাম হও।
১১
অপচয় (ক্ষতি) সময়ের অপচয় করো না।
অবচয় (চয়ন) সবকিছুতেই সৌন্দর্য অবচয়ন করতে হবে।
১২
অবিনীত (উদ্ধত) অবিনীত সন্তান সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
অভিনীত (অভিনয় করা হয়েছে) এটি নায়ক রাজ রাজ্জাকের প্রথম অভিনীত ছবি।
১৩
অপগত (দূরীভূত) অন্যের দুঃখ দূর অবগত কর।
অবগত (জানা) এ বিষয়ে আমি অবগত আছি।
১৪
আদি (মূল) জুলফিকার এ জমির আদি মালিক।
আধি (মনঃকষ্ট) সে আধি কাউকে বলে না।
১৫
আশা (ভরসা) এ ছাত্ররাই আগামী দিনের আশা।
আসা (আগমন) আমি আজ আসতে পারব না।
১৬
আবাস (বাসস্থান) পাখিদেরও আবাস আছে।
আভাস (ইঙ্গিত) পুলিশের আভাসেই চোরটা পালিয়ে গেল।
১৭
আবরণ (আচ্ছাদন) এই আবরণের নিচেই মূল্যবান জিনিস আছে।
আভরণ (অলংকার) ইদানীং বিয়েতে অনেক আভরণের প্রয়োজন হয় ।
১৮
আপন (নিজ) শামীম আমার আপন লোক।
আপন (দোকান) ময়মনসিংহে আমার একটি আপন আছে।
১৯
উপাদান (উপকরণ) জমিতে অনেক উপাদান লাগে।
উপাধান (বালিশ) আমার এ উপাধানটি ভালো নয়।
২০
ওষধি (যে গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায়) ধান ওষধি গাছ।
ওষধি (ভেষজ উদ্ভিদ) ওষধি আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন।
২১
কূল (তট) আমরা সন্ধ্যায় সমুদ্রের কূলে গেলাম।
কুল (বংশ) ভালো কাজ করে নিজের কুল রক্ষা করো।
২২
কালি (লেখার রং) কালো কালিতে ভালো লেখা হয়।
কালী (সনাতন ধর্মের দেবী) কালী শক্তির প্রতীক।
২৩
খাট (পালঙ্ক) খাটটি বেশ সুন্দর।
খাটো (বেঁটে) মেয়েটি খাটো হলেও দেখতে সুন্দর।

২৪

গা (শরীর)	আমাদের দেশের মানুষের গা একেক জনের একেক রকম।
গাঁ (গ্রাম)	রাসেল তার গাঁকে খুব ভালোবাসে।

২৫

গাদা (রাশি, স্তুপ)	কৃষক ধান কেটে গাদা দিয়ে রাখে।
গাধা (গর্ধভ)	শিলা সংসারে সারাজীবন গাধার মতো খেটে গেল।

২৬

ঘোড়া (অশ্ব)	ঘোড়ার গায়ে শক্তি বেশি।
ঘোরা (বিচরণ)	লোকটি সারাদিন এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘোরে।

২৭

চাল (ঘরের চালা)	গ্রামে এখনও খড়ের চালের প্রচলন আছে।
চাল (চাউল)	চাল থেকে ভাত হয়।

২৮

চির (দীর্ঘকাল)	চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না।
চীর (ছেঁড়া কাপড়)	চীর হলেও পরিষ্কার করে পরতে হয়।

২৯

জাম (ফল বিশেষ)	পাকা জাম খেতে অনেক মজা ।
যাম (অংশ)	দিবসের দ্বিতীয় যামে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

৩০

টিকা (রোগের প্রতিষেধক)	মনি হামের টিকা দেয়নি।
টীকা (ব্যাখ্যা)	এ লেখায় টীকার প্রয়োজন হয় না।

৩১

ঠক (ধ্বনি বিশেষ)	বুড়ো লোকটি ঠতক ঠক করে হাটে।
ঠক (প্রতারক)	ঠক মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করে না।

৩২

ডাল (শাখা)	ঝড়ের সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে।
ডাল (খাদ্যবিশেষ)	গরিবের ডালভাত খেয়ে দিন কাটে।

৩৩

দিন (দিবস)	আমি দিনে অনেক কাজ করি।
দীন (দরিদ্র)	দীনে দয়া করা মানুষের ধর্ম।

৩৪

ধনী (বিত্তশালী)	ফিরোজ সাহেব আমাদের গ্রামের সবচেয়ে ধনী লোক।
ধ্বনি (আওয়াজ)	ছেলেটি মুখ দিয়ে নানারকম ধ্বনি করতে পারে।

৩৫

নীর (পানি)	পানির অপর নাম নীর।
নীড় (পাখির বাসা)	বাবুই পাখি নীড় বানাতে পারে।

৩৬

নিতি (রোজ)	আমি নিতি নামাজ আদায় করি।
নীতি (নিয়ম)	আমাদের স্যার খুব নীতিবান।

৩৭

নিত্য (প্রতিদিন)	নিত্য তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়।
নৃত্য (নাচ)	মেয়েটির নৃত্য দেখে আমি অবাক হলাম।

৩৮

প্রদান (দেওয়া) ছেলেটি গরিব মানুষকে টাকা প্রদান করল।

প্রধান (বড়, শ্রেষ্ঠ) ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য।

৩৯

পরা (পরিধান) বাবা সব সময় শার্ট পরেন।

পড়া (পাঠ করা) বই পড়া মজার কাজ।

৪০

পান (পাতা বিশেষ) পাহাড়ে পানের চাষ ভালো হয়।

পান (পান করা) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ।

৪১

ফি (প্রত্যেক) ফিবছর আমরা নববর্ষ উদযাপন করি।

ফি (বেতন) স্কুলে এবার ফি বাড়ানো হয়েছে।

৪২

বর্ষা (ঋতুবিশেষ) বর্ষাকালে মাঠঘাট পানিতে ভরে যায়।

বর্শা (অস্ত্রবিশেষ) বর্শার আঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়।

৪৩

বান (বন্যা) বানভাসী মানুষ খুব কষ্টে আছে।

বাণ (শর) বাণবিদ্ধ হয়ে বাঘটি মারা গেল।

৪৪

বল (শক্তি) একতাই বল।

বল (খেলার বল) রাজু ক্রিকেট বল কিনতে গেল।

৪৫

বিনা (ব্যতীত) বিনা কারণে ঝগড়া করো না।

বীণা (বাদ্যযন্ত্র) বীণার সুরে মানুষ আনন্দ পায়।

৪৬

বিষ (গরল) আর্সেনিক এক প্রকার বিষ।

বিশ (কুড়ি) দেলোয়ারকে বিশ টাকা দিয়ে দাও।

৪৭

ভাষণ (উক্তি, কথন, বক্তব্য) ৭ই মার্চের ভাষণ খুব বিখ্যাত।

ভাসন (দীপ্তি) সূর্যের ভাসনে অন্ধকার দূর হয়।

৪৮

ভারা (স্তূপাকার) ধান কাটা শেষে চাষিরা ভারা করে রাখে।

ভাড়া (মাশুল) আগের তুলনায় বাসের ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৯

মন (অন্তর, হৃদয়) কাজে তোমার মন নেই।

মণ (চল্লিশ সের) চল্লিশ সেরে এক মণ হয়।

৫০

মাস (ত্রিশ দিন) বারো মাসে এক বছর হয়।

মাষ (কলাই) আমি মাষকলাই ডাল পছন্দ করি।

৫১

মুখ (বদন) তোমরাই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মুক (বোবা) মুক মানুষ কথা বলতে পারে না।

৫২
মরা (মৃত) মরা মানুষ পানিতে ভেসে ওঠে।
মড়া (শবদেহ) মড়াকে তাড়াতাড়ি সৎকার করাই ভালো।
৫৩
মূর্খ (জ্ঞানহীন) মূর্খ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।
মুখ্য (প্রধান) মানুষের সেবা করাই আমার মুখ্য কাজ।
৫৪
লক্ষ (সংখ্যা বিশেষ) লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমেছে।
লক্ষ্য (দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, গন্তব্যস্থল) আমার লক্ষ্য হচ্ছে তাকে সাহায্য করা।
৫৫
শক্ত (কঠিন) ইলার হৃদয় খুব শক্ত।
সক্ত (আসক্ত) মাদকাসক্ত লোক সমাজের জন্য ক্ষতি।
৫৬
শীত (শীতল) উত্তরবঙ্গে শীত বেশি পড়ে।
সিত (সাদা) সিত কাগজে ইচ্ছামত লেখা হয় না।
৫৭
শব (মৃতদেহ) সব ধর্মেই শব সৎকারের কথা আছে।
সব (সকল) সব মানুষ এখানে আসতে পারে।
৫৮
সাড়া (সংকেত) কুকাজে সাড়া দিও না।
সারা (সমাপ্ত) মনি বিয়ের কাজ সেরে ফেলেছে।
৫৯
সাক্ষর (শিক্ষিত, অবদান) মামুন একজন সাক্ষর মানুষ।
স্বাক্ষর (নামসই) মিম স্বাক্ষর করতে জানে।
৬০
হাড় (অস্তি) হাড়ই সম্বল, তার শরীরে মাংস নাই বললেই চলে।
হার (পরাজয়) জোহরা জীবনে হার মানেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সমোচ্চারিত শব্দের সংজ্ঞা লিখুন।
২। নিচের শব্দগুলো দিয়ে অর্থসহ বাক্য গঠন করুন-

সাক্ষর	শব	নীর	আভরণ	সারা	দিন	কুল	কালি	বিশ	বর্ষা
স্বাক্ষর	সব	নীড়	আবরণ	সাড়া	দীন	কূল	কালী	বিষ	বর্শা

পাঠ-৫.১০ : এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- এক কথায় প্রকাশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- এক কথায় প্রকাশের ব্যবহার লিখতে পারবেন।

মানুষ বাক্যের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ অনেক সময় পুরো বাক্য না বলে বাক্যের অংশ বলে বা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কখনও কখনও একটি শব্দ বা পদের সাহায্যেও পুরো বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা যায়। এভাবে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে বলা হয় এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন।

মনের ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক পদ বা শব্দকে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে বলা হয় এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ

নিচে এক কথায় প্রকাশের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

অ

অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ
অহংকার করে যে – অহংকারী
অভিজ্ঞতার অভাব – অনভিজ্ঞ
অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ
অতি দীর্ঘ নয় যা – নাতিদীর্ঘ
অক্ষির অগোচর – পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার – অন্যমনস্ক/অন্যমনা
অন্য দেশ – দেশান্তর
অনুসরণ করে যে– অনুসারী
অতীত কাহিনী– ইতিহাস
অতি শীতও নয় অতি উষ্ণও নয় – নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
অল্প কথা বলে যে –অল্পভাষী
অধ্যাপনা করেন যিনি – অধ্যাপক
অর্ধেক সম্মত – নিমরাজি
অন্য উপায় নেই – অগত্যা
অন্ত নেই যার – অনন্ত
অভিনয় করে যে– অভিনেতা
অপ্রিয় কথা বলে যে– অপ্রিয়বাদী
অপসারণ করা হয়েছে এমন– অপসারিত
অন্য গতি নেই যার– অগ্যতা
অহনের পূর্বাংশ – পূর্বাহ্ণ
অহনের অপর অংশ – অপরাহ্ণ
অহনের মধ্য অংশ – মধ্যাহ্ন

আ

আদি নেই যার– অনাদি
আরাধনার যোগ্য যিনি– আরাধ্য
আট মাসে জন্মেছে যে– আটাশে
আপনাকে ভুলে থাকে যে– আত্মভোলা
আরোহণ করে যে– আরোহী
আকাশে উড়ে বেড়ায় যে – খেচর
আকাশ মাধ্যম আগত বাণী– আকাশবাণী
আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে – আস্তিক
আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস নেই– নাস্তিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত
আকাশের রং– আকাশী
আসবে যে– আগামী

আক্কেল নেই যার– বে-আক্কেল
আশ্রয় নেই যার– নিরাশ্রয়
আসমানের মতো রঙ– আসমানী
আঠাযুক্ত যা – আঠালো
আদি নেই যার– অনাদি

ই

ইসলামে অবিশ্বাসী– কাফের
ইতঃস্তত ভ্রমণ– বিচরণ
ইতোপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– দাগী
ইষ্টকে অতিক্রম না করে– যথেষ্ট
ইতিহাস লেখেন যিনি – ঐতিহাসিক
ইহলোক বিষয়ক – ঐহিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রের বাগান– নন্দন
ইতোমধ্যকার ঘটনা– ইদানীং
ইহলোকে যা সামান্য নয়– আলোকসামান্য

ঈ

ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি – আস্তিক
ঈশ্বরকে যিনি বিশ্বাস করেন না– নাস্তিক
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার – আঁষটে
ঈশ্বর বিষয়ক – ঐশ্বরিক
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ – ধূসর
ঈষৎ নীলবর্ণ – নীলাভ
ঈষৎ হাস্য – স্মিত
ঈষৎ মধুর– আমধুর
ঈষৎ রুগ্ন– রোগাটে

উ

উচিৎ নয় যা– অনুচিৎ
উপমা নেই যে নারীর–নিরুপমা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা
উল্লেখ করা হয় না যা – উহ্য
উপন্যাস রচয়িতা – ঔপন্যাসিক
উপায় নেই যার– নিরুপায়
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক– বলাকা
উন্নত নয় যা– অনুন্নত

ঊ

ঊর্ধ্বদিকে গমন করে যে –ঊর্ধ্বগামী
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার – ঊর্ধ্বগতি

ঋ

ঋষির উক্তি– আর্য
ঋণ নেই যার– অঋণী
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি – ঋত্বিক।
ঋষির ন্যায় – ঋষিকল্প।
ঋণশোধে অসমর্থ – দেউলিয়া

এ

এক মতের ভাব– ঐকমত্য
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
একই মাতার উদরে জাত যারা – সহোদর
এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু
এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে – যাযাবর
একই সময়ে – যুগপৎ
একই সময়ে বর্তমান – সমসাময়িক
একসঙ্গে যারা যাত্রা করে –সহযাত্রী
এক তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র– একতারা
একদিকে দৃষ্টি যার– একচোখা
একস্থানে স্থিত– একত্র

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে –অনৈক্য
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী– প্রাগৈতিহাসিক
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি –ঐশ্বর্যবান

ও

ওষ্ঠ ও অধর – ওষ্ঠাধর
ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত – ঔষ্ঠ্য
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে – তুলাদণ্ড
ওষধি থেকে উৎপন্ন– ওষুধ

ঔ

ঔষধের সাহায্যে সংরক্ষিত মৃতদেহ– মমি
ঔষধের বিপণি – ঔষধালয়

ক

কখনও মৃত্যু হয় না যার– অমর
করার যোগ্য– করণীয়
কূলের যোগ্য– অনুকূল
কবিতা লেখেন যিনি – কবি
কেউ জানে না যা– অজ্ঞাত
কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর
কোকিলের ডাক – কুহু
কণ্ঠ পর্যন্ত – আকণ্ঠ
কী করতে হবে যে স্থির করতে পারে না – কীংকর্তব্যবিমূঢ়
কুৎসিত আকার যার – কদাকার
কৃষি থেকে উৎপন্ন –কৃষিজ
কূলের বিপরীত –প্রতিকূল
কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাধে না – ঠোঁটকাটা
কম কথা বলে যে– স্বলভাষী

খ

খাওয়ার যোগ্য– খাদ্য
খাইবার ইচ্ছা – ক্ষুধা
খুব দীর্ঘ নয় –নাতিদীর্ঘ/অনতিদীর্ঘ
খরচের হিসাব যার নেই – বেহিসেবি
খাতাপত্র রাখার ঘর – দপ্তরখানা
খুব দীর্ঘ নয় যা– নাতিদীর্ঘ
খেলায় পটু যে– খেলোয়াড়

গ

গণনার যোগ্য নয় যা – নগণ্য
গোলাপের মতো রঙ যা– গোলাপী
গাছে উঠতে পটু যে – গেছো
গৃহে থাকে যে –গৃহস্থ
গভীর রাত্রি – নিশীথ
গাড়ি চালায় যে – গাড়োয়ান
গ্রন্থ রাখার গৃহ – গ্রন্থাগার।

ঘ

ঘোড়া থাকার স্থান – ঘোড়াশাল/আস্তাবল
ঘটনার বিবরণ – প্রতিবেদন
গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেন যিনি– গোয়েন্দা
ঘোড়ার গাড়ির চালক– কোচওয়ান
ঘোলার ভাব– ঘোলাটে
ঘোড়ার বল্গম– লাগাম
ঘটকের কাজ – ঘটকালি

চ

চিরস্থায়ী নয় যা – অনিত্য/নশ্বর
চট করে মেজাজ খারাপ করেন যিনি– বদমেজাজী
চৈত্র মাসের ফসল – চৈতালি
চিবিয়ে খেতে হয় যা – চর্ব্য
চার রাস্তার মিলনস্থল – চৌরাস্তা
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি – চশমখোর
চোখে দেখা যায় যা – প্রত্যক্ষ
চোখের দ্বারা দৃষ্ট – চাক্ষুষ
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য – চিরস্মরণীয়
চলছে এমন ছবি– চলচ্চিত্র

ছ

ছন্দে নিপুণ যিনি – ছান্দসিক
ছয় মাস অন্তর – ষান্মাসিক
ছুটছে যা – ছুটন্ত
ছায়া প্রধান তরু– ছায়াতরু
ছল করে কান্না – মায়াকান্না

জ

জানু পর্যন্ত– আজানু
জায়া ও পতি– দম্পতি
জীবন ধারণের উপায়– জীবিকা
পানি বেষ্টিত ভূভাগ– দ্বীপ
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে – উভচর
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত
জয়সূচক যে উৎসব – জয়ন্তী
জলে চরে যে – জলচর
জলে জন্মে যা – জলজ

ঝন ঝন শব্দ – ঝঙ্কার/ঝনৎকার
জনগণের প্রিয়– জনপ্রিয়

ঝ

ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন– মুক্তা
ঝনঝন শব্দ– ঝঙ্কার
ঝট করে টান– ঝটকা
ঝগড়া করা যার স্বভাব– ঝগড়াটে

ট

টকটকে লাল–কস্তা
টোল পড়েনি এমন– নিটোল।
টাকা ধার দেয়ার কাজ – মহাজনী
টসটস করেছে এমন– টসটসে

ঠ

ঠাণ্ডায় পীড়িত– শীতার্ত
ঠাকুরের ভাব – ঠাকুরালি
ঠিকরে পড়ে যা– ঠিকরানো
ঠিক মতো নামধাম আছে যাতে– ঠিকানা

ড

ডাকের জন্য নির্ধারিত মাশুল– ডাকমাশুল
ডাক বহন করে যে – ডাকহরকরা
ডুবে আছে যা– ডুবন্ত
ডুব দিতে জানে যে – ডুবুরি
ডাকঘরের চিঠি বিলি করে যে পিয়ন– ডাকপিয়ন

ঢ

ঢাকায় প্রস্তুত– ঢাকাই
ঢিপির মতো – ঢ্যাপসা
ঢাক বাজায় যে – ঢাকি

ত

তিন ফলের সমাহার– ত্রিফলা
তিন তারের সমাহার– সেতার
তিন নয়ন যার– ত্রিনয়ন
তিনটি ভুজ আছে যার– ত্রিভুজ
তাল জ্ঞান নেই যার – তালকানা
তালের অভাব– বেতাল
তার মতো – তাদৃশ
তবলায় নিপুণ – তবলচি

থ

থাবার আঘাত– থাপ্পড়
থই পাওয়া যায় না যেখানে– অথৈই
থুড় থুড় করে এমন– থুড়থুড়ে
থেমে থেমে চলন– থমক

দ

দিবসের শেষ ভাগ – অপরাহ্ণ
দমন করা যায় না এমন– অদম্য
দমের অভাব– বেদম
দানের বিপরীত– প্রতিদান
দ্বীপের সদৃশ – উপদ্বীপ
দু'দিকে অপ যার – দ্বীপ
দু'বার জন্ম হয় যার – দ্বিজ
দু'বার বলা – দ্বিরুক্তি
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারে যে – সব্যসাচী
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য
দয়া আছে যার– সদয়
দর্শন শাস্ত্র জানেন যিনি– দার্শনিক

ধ

ধারণ করে রাখা যা–ধর্ম
ধূলায় পরিণত – ধূলিসাৎ
ধীরে যে গমন করে – ধীরগামী/মন্দগামী
ধনের দেবতা – কুবের
ধার আছে যাতে– ধারালো
ধানের মতো রঙ যার– ধানী

ন

নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নিবারণ করা যায় না যা–অনিবার্য
নিজেকে হত্যা করে যে– আত্মঘাতী
নয় বাধ্য– অবাধ্য
নূপুরের ধ্বনি – নিক্কণ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর
নিকৃষ্ট ব্যক্তি – দুর্জন
নেই লজ্জা যার–নির্লজ্জ
নেই পক্ষ যার– নিরপেক্ষ

ন্যায় বিচার– ইনসাফ

প

পথ দিয়ে হেঁটে চলে যে– পথিক
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা
পরে জন্মেছে যে– অনুজ
পরে জন্মেছে যে – অনুজ
পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
পাখির কলরব – কুজন
পশ্চাতে গমন করে যে – অনুগামী
পরস্পরে আলিঙ্গন – কোলাকুলি
পশুহত্যা করে যে – কসাই
পঙ্কে জন্মে যা – পঙ্কজ
পড়া হয়েছে যা – পঠিত
পরিমিত ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী
পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক

ফ

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
ফুল তোলা মসলিন শাড়ি– জামদানি
ফেলে দেয়ার যোগ্য– ফেলনা
ফুল হতে জাত – ফুলেল
ফুটছে এমন – ফুটন্ত

ব

বনের আগুন– দাবানল
বসে আছে যে– আসীন
বহুর মধ্যে এক– অন্যতম
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম
বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয়
বেশি কথা বলে যে – বাচাল
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি
বীরের ভাব– বীরত্ব
বাণিজ্যের স্থান– বন্দর

ভ

ভবিষ্যতে হবে এমন–ভাবী
ভয় নেই যার– নির্ভীক
ভাতের অভাব আছে যার– হাভাতে
ভিক্ষার অভাব– দুর্ভিক্ষ
ভূত নামায় যে– ওঝা
ভাগ করা যায় না এমন– অবিভাজ্য
ভমন করে বেড়ায় এমন– ভ্রাম্যমাণ

ম

ময়ূরের ডাক– কেকা
মধু পান করে যে– মধুকর
মরণ পর্যন্ত – আমরণ
মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু
ময়ূরের ডাক – কেকা
মরে না যে – অমর
মন হরণ করে যা – মনোহর
মনুর বংশধর– মানব
মরবেই যা– মরণশীল

য

যা অর্জন করা হয়েছে– অর্জিত
যা ভাবা হয়নি– অভাবিত
যা করা উচিৎ– কর্তব্য
যা বিশ্বাস করা যায় না – অবিশ্বাস্য
যা সহজে লাভ করা যায় – সুলভ
যা যুক্তিসঙ্গত নয় – অযৌক্তিক
যা দেখা যায় না – অদৃশ্য
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙ্গুর
যা জলে জন্মে – জলজ
যা দমন করা যায় না – অদম্য
যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে – ঘরজামাই
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেনি – অকৃতদার
যা বেঁচে আছে– জীবন্ত
যা গমন করে না– নগ
যার মা বাবা নেই – অনাথ
যা একটুও ভাঙেনি– অটুট

যাকে ধরা যায় না– অধরা

র

রসের কথা– রসিকতা
রস বোধ আছে যার– রসিক
রূপের যোগ্য–অনুরূপ
রেশমের দ্বারা তৈরি – রেশমি
রূপে যাকে ধরা যায় না– অরূপ
রোদে শুকানো আম– আমসী
রাতের মধ্যভাগ-মহানিশা

ল

লোক গণনা– আদমশুমারি
লাঠি খেয়াল পটু– লাঠিয়াল
লুট করে যারা– লুটেরা
লজ্জা নেই যার – নির্লজ্জ, বেহায়া
লোক গণনা – আদমশুমারি
লাভের অংশ– লভ্যাংশ
লিখতে হবে যা– লিখিতব্য

শ

শাসন করা যায় যাকে– শিষ্য
শ্রদ্ধার যোগ্য – শ্রদ্ধেয়
শৈশবকাল থেকে – আশৈশব
শত অব্দের সমাহার – শতাব্দী
শত ভাগে বিভক্ত– শতধা
শরণ চায় যে– শরণার্থী

ষ

ষাঁড়ের চেহারা– ষণ্ডামার্কা
ষোল বছর বয়স্কা – ষোড়শী
ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব–হীরক জয়ন্তী

স

সকলের মধ্যে ভালো বা উত্তম– সর্বোত্তম
স্বামীর সাথে মৃত্যুবরণ– সহমরণ
সবচেয়ে ছোট – কনিষ্ঠ
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সার্বজনীন
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – সর্বশ্রেষ্ঠ
সেবা করেন যিনি – সেবক/সেবিকা
সর্বজনের হিতকর – সর্বজনীন
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান – সস্ত্রীক
স্মরণ রাখার যোগ্য– স্মর্তব্য

হ

হর্ষের সাথে বর্তমান– সহর্ষ
হাতির ডাক– বৃংহতি
হরিণের চামড়া – অজিন
হিসাব করে চলে না যে – বেহিসাবি
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্রহিমাচল
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা
হেমন্তে জাত – হৈমন্তিক
হস্তী রাখার স্থান– পিলখানা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। এক কথায় প্রকাশ কাকে বলে?

২। এক কথায় প্রকাশ করুন

অক্ষির সম্মুখে, অহংকার করে যে, গণনার অযোগ্য, শাসন করা যায় যাকে, লোকগণনা সম্পর্কিত, সবার মধ্যে উত্তম, যা খাওয়ার যোগ্য, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, পা হতে মাথা পর্যন্ত, আঠাযুক্ত যা।

পাঠ-৫.১১ : ক্রিয়ার কাল

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কালের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কালের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ বলতে পারবেন।

কালের সংজ্ঞা

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে ক্রিয়া যে অবস্থায় থাকে, তাকে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। যেমন–

আমি দেখি, আমি দেখলাম, আমি দেখব। এখানে *দেখা* ক্রিয়াটির বর্তমান কালের রূপ হলো দেখি, অতীত কালের রূপ হলো দেখলাম এবং ভবিষ্যৎ কালের রূপ হলো দেখব। এভাবে সময় অনুযায়ী ক্রিয়ার তিনটি রূপ লক্ষ করা যায়।

পুরুষভেদে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের আবার রূপের পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রিয়া সংঘটনের সময় পরিবর্তন হয় না। কেবল তার রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র।

১. কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার কালকে প্রথমেই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) বর্তমান কাল
খ) অতীত কাল ও
গ) ভবিষ্যৎ কাল।

ক) বতমান কাল : বর্তমানে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হলে, তার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল। যেমন–
মেসি ভালো ফুটবল খেলে। তিনি এখন বই পড়ছেন ইত্যাদি।
খ) অতীত কাল : অতীতে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হলে তার কালকে বলা হয় অতীত কাল। যেমন–
মেসি কাল ভালো ফুটবল খেলেছিল। তিনি গতকাল বই পড়ছিলেন ইত্যাদি।
গ) ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ কাল। যেমন–
মেসি আগামী কাল ফুটবল খেলবে। তিনি আগামীকাল বইটি পড়বেন।
এই তিন প্রকার কালকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

ক) বর্তমান কাল : বর্তমান কালকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় সাধারণ বর্তমান কাল। যেমন– সেলিম মাঠে কাজ করে। কৃষকেরা চাষ করেন।

২. ঘটমান বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে ঘটছে বা চলছে তাকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান কাল। যেমন– ছাত্ররা স্কুলে যাচ্ছে। আদিব ফুটবল খেলছে।

২. পুরঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়ার কোনো কাজ পূর্বে শেষ হলেও বর্তমানে তার ফল বিদ্যমান আছে, এরূপ বোঝালে সে কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান কাল। যেমন– আকিব গান গেয়েছে। মনি পুরস্কার পেয়েছে।

৩. বর্তমান অনুজ্ঞা : যে ক্রিয়ার কালের সাহায্যে বর্তমানের আদেশ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলা হয় বর্তমান অনুজ্ঞা। যেমন– তুমি বেশি দেরি করো না। নিয়মিত ঔষধ সেবন কর।

৪. ঐতিহাসিক বর্তমান : যে কালের স াহায্যে অতীত কালের রূপ বর্তমানে প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় । ঐতিহাসিক বর্তমান কাল। যেমন– রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।

খ) অতীত কাল : অতীত কালকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতে সাধারণ ভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাকে বলা হয় সাধারণ অতীত কাল। যেমন– তিনি কাল বাড়ি এসেছেন। লোকটি বেড়াতে গেলো।

২. ঘটমান অতীত কাল : যে ক্রিয়ার কাল অতীতে শুরু হয়েছিল বা চলছিল বোঝায় তাকে বলা হয় ঘটমান অতীত কাল। যেমন– ইলা গান গাইছিলো, তিনি তখন বাড়ি আসছিলেন।

৩. পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতে বহুপূর্বে সংঘটিত হয়েছে এবং পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে তাকে বলা হয় পুরাঘটিত অতীত কাল। যেমন– আমি বাড়ি যাওয়ার পূর্বেই মিম চলে গিয়েছিল । ডাক্তার আসার পর রোগী মারা গেল। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম ইত্যাদি।

৪. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : যে ক্রিয়ার সাহায্যে অতীত কালের কোনো কাজের অভ্যস্ততা বোঝায়, তাকে বলা হয় নিত্যবৃত্ত অতীত কাল। যেমন– লোকটি নিয়মিত নদীর ধারে হাটতেন। মিম প্রায়ই রাধুনী রেস্তোরায় খেতে যেত।

নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ : নিম্নলিখিত অর্থ প্রকাশে নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়–

১. কামনা প্রকাশে : তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন।
২. সম্ভাবনা প্রকাশে : আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আবীরের দেখা পেতে।
৩. কল্পনা প্রকাশে : হতাম যদি বিশ্ব রাজা!

গ) ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যৎ কাল কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল। যেমন– শিলা এবার পরীক্ষা দেবে। তার বোন আজ বাড়ি আসবে ইত্যাদি।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : ক্রিয়ার যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে শুরু হয়ে চলতে থাকবে বুঝায় তাকে বলা হয় ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল। যেমন– মনি পার্কে বেড়াতে থাকবে। ছেলেরা ফুটবল খেলতে থাকবে।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যতে কোনো কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকবে বোঝালে তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– ইলা দোকানে কাজটি করে থাকবে।

এ কাল দ্বারা আবার দুটো কাজ একত্রে সংঘটিত হবার প্রক্রিয়া বুঝায়। সেক্ষেত্রে একটি সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বোঝায় এবং অপরটি পুরাঘটিত বর্তমান কাল বোঝায়। যেমন-

তুমি আসার পূর্বে আমি স্কুলে পৌছে যাব। লোকটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেলিম মাঠে উপস্থিত হবে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের সাহায্যে ভবিষ্যতের ক্রিয়া সম্পাদনে অতীতের সন্দেহাত্মক ভাব বোঝায়। যেমন– বাবুল হয়ত কাজটা করে থাকবে। তিনি হয়ত খবরটা দিয়ে থাকবেন।

৪. ভবিষ্যত অনুজ্ঞা : আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ. প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় ভবিষ্যত অনুজ্ঞা। যেমন– সদা সত্য কথা বলবে। তার কাজটি করে দিও। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১। কাল কাকে বলে?

২। কাল প্রথমত কত প্রকার ও কী কী?

৩। নিত্যবিত্ত অতীত কালের একটি উদাহরণ দিন।

৪। সদা সত্য কথা বলবে– এটি কোন কালের উদাহরণ?

৫। হতাম যদি বিশ্ব রাজা– এ বাক্য দ্বারা কী প্রকাশ করছে?

উত্তরমালা :

১। ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে কাল বলা হয়।
২। কাল প্রথমত তিন প্রকার। যথা– ক) বর্তমান কাল খ) অতীত কাল ও গ) ভবিষ্যৎ কাল
৩। রাজা প্রতিদিন নদীর ধারে হাঁটতেন।
৪। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উদাহরণ।
৫। কল্পনা